NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী



এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ টাকা তুলেছে তৃণমূল, পরিবহণ কর্মীদের জন্য চালু করেনি সামাজিক সুরক্ষা!

'আকভান' বিদায় নিতেই শীতের অপেক্ষা, মঙ্গলবার থেকে নামবে তাপমাত্রা ৩

কলকাতা ২৩ নভেম্বর ২০২৬ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.11.2026, Vol. 20 Issue No. 161, 8 Pages, Price 3.00

ভেন্টিলেশনে রেখা পাত্র, আশঙ্কা বিষক্রিয়ার!



নিজস্ব প্রতিবেদন: হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। বর্তমানে কলকাতার মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দিয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে। প্রাথমিক ভাবে তাঁর শরীরে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকেরা। যদিও বিষক্রিয়ার বিষয়টি এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে সামনে আনেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকালে বিধায়িকার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, শনিবার রাতে বাড়িতে খাবার খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রেখা। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সিসিইউতে চিকিৎসা চলছিল। যদিও তাঁর অবস্থার বিশেষ উন্নতি না-হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে হাসপাতালের আইটিইউতে চিকিৎসক যুধাজিৎ সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে বিজেপি বিধায়িকার।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আগের তুলনায় রেখা পাত্রের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও কী কারণে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন রেখা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে চিকিৎসার রিপোর্ট সামনে এলেই তাঁর অসুস্থতার প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা

নবকলেবরেও সাজবে নবদ্বীপ, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিলয় ভট্টাচার্য ● নবদ্বীপ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি নবদ্বীপকে এবার নতুন করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। নবদ্বীপে এসে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু ধর্মীয় স্থান হিসেবেই নয়, নবদ্বীপকে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দিলেন তিনি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নবদ্বীপের আনাচে-কানাচে শুরু হবে একাধিক সৌন্দর্যায়নের কাজ। যার প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ করা হয়েছে দুই কোটি টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত ও পর্যটক এই পবিত্র ভূমিতে আসেন। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় স্থান হওয়া সত্ত্বেও নবদ্বীপকে সেভাবে প্রচার ও প্রসারের আলোয় নিয়ে আসা হয়নি বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, চৈতন্যভূমির ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং ধর্মীয় গুরুত্বকে সামনে রেখে নবদ্বীপকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।নবদ্বীপে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিগত সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেন।

তিনি বলেন, বিগত সরকার শুধু মদের লাইসেন্স দেওয়া ছাড়া গোটা রাজ্যে আর বিশেষ কিছু করেনি। তবে তাঁর সরকার নবদ্বীপের ঐতিহ্য ও গৌরবকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের কাজ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় উঠে এসেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা। প্রথম পর্যায়ে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করে নবদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে নতুন ঘাট নির্মাণ এবং একটি স্থায়ী ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে নবদ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। একই সঙ্গে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের যাতায়াতেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে গেলেন, আগামী দিনে নবদ্বীপকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। তবে শুধু ঘোষণা নয়, সেই পরিকল্পনা কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, এখন সেটাই দেখার। চৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মভূমি কি এবার উন্নয়নের নতুন দিশা পাবে? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সেই প্রত্যাশাতেই দিন গুনছেন নবদ্বীপবাসী। এদিন নবদ্বীপ সফর কালে প্রথমে মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে যান। এখানে গোমাতা পুজো থেকে শুরু করে বিগ্রহের আরতিতে অংশ নেন। ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম সহ হরিনাম সংকীর্তন করেন নিজে। নিমাই ও সতীমাতার কুটিরে গিয়ে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যান নবদ্বীপ রাসের প্রতিমা গৌরাঙ্গিনী মাতার পুজো উদ্বোধনে। এখানে গিয়ে প্রদীপ প্রজনন করেন। এরপর ভারত মাতা পুজোতে অংশ নেন। এখান থেকে সোজা চলে যান নবদ্বীপ বড় শ্যামা মায়ের কাছে। বড় শ্যামার পুজো উদ্বোধন করে নবদ্বীপ থেকে আকাশ পথে রওনা দেন তিনি। এদিন চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে মুখ্যমন্ত্রীর আসা কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী নবদ্বীপের রাস উদ্বোধনে আসেননি। তবে তীর্থ নগরী নবদ্বীপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের কথা ঘোষণা করেছেন তা এক প্রকার প্রত্যাশার চাইতেও বেশি বলে দাবি নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের মঠাধ্যক্ষ অদ্বৈত দাস বাবাজির।



নবদ্বীপে রাস উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।



নবদ্বীপে রাস উৎসবে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে খোল বাজালেন মুখ্যমন্ত্রী।

থানায় গড়াল দুই তৃণমূলের সংঘাত

ঋতদের বিরুদ্ধে হলফনামা জালের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের নাম, নির্বাচনী প্রতীক এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কার মালিকানায় থাকবে, তাই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের সংঘাত এবার গড়াল কালীঘাট থানায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হলফনামা জাল করার অভিযোগ তুলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় এফআইআর দায়ের করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। যদিও অভিযোগের তির শুধু বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতাদের দিকে নয়, বরং অভিযোগ তোলা হচ্ছে বীরভূমের নানুর থানার পুলিশকর্মী এবং নাগরিক স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশের বিরুদ্ধেও।

কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগ, তাঁদের সাহায্য নিয়েই ভুয়ো হলফনামা তৈরি করা হয়েছিল বলে দাবি অভিযোগকারীদের। ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। যার জেরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন অস্থায়ী ভাবে 'জোড়াফুল' প্রতীক ব্যবহার করার উপর আপাতত স্থগিতদেশ দিয়েছে। বিবাদমান দুই গোষ্ঠীই নিজেদেরকে 'আসল তৃণমূল' বলেই পরিচয় দিয়ে, দলের নির্বাচনী প্রতীক এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কমিশনের কাছে নথি ও হলফনামা জমা দিয়েছে। যদিও রবিবার মমতা শিবিরের দাবি, সেই প্রক্রিয়াতেই জাল নথি ব্যবহার করেছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী।

এদিন মমতা শিবিরের হয়ে আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগে বলা হয়েছে, ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে নানুর থানার কয়েক জন পুলিশকর্মী এবং নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক ঋতব্রতপন্থী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের নামে হলফনামা তৈরি ও পূরণ করার কাজে যুক্ত ছিলেন। অথচ যাঁদের নামে ওই নথি তৈরি করা হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা নিজেরা হলফনামায় সইও করেননি বলে অভিযোগ মমতা শিবিরের।

এছাড়াও অভিযোগকারীদের আরও দাবি, কিছু হলফনামার মাধ্যমে এমন একটি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় যে সাধারণ মানুষ অরূপ রায়কে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে মানছেন না।

বিদ্যুৎ-বরাত আদানিকে, সিদ্ধান্তে প্রশ্ন কালীঘাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাকে ২৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত দেওয়া নিয়ে রবিবার রাজ্য সরকারকে নিশানা করল মমতা তৃণমূল। ১,৭৫০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ কেনার এই চুক্তিতে কী প্রক্রিয়ায় বরাত দেওয়া হল, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আনার দাবি তুলল তারা।

এই বিষয়ে কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যের সম্পদ ও বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা থাকা অতি প্রয়োজন। কোনও বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নেরও জবাব চান তারা। রবিবার সমাজমাধ্যমে আদানি এনার্জি সলিউশনস লিমিটেডের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরব হয় মমতা তৃণমূল।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান পাওয়ারপালস ট্রেডিং সলিউশনস লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কাছ থেকে ১,৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত পেয়েছে। এই চুক্তির মেয়াদ ২৫ বছর। পাশাপাশি তাঁদের আরও ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সুযোগ থাকছে। এই দু'টি ক্ষেত্র কার্যকর হলে বিদ্যুৎ সরবারহ করার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ২,৫০০ মেগাওয়াট। এই প্রসঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর দাবি, প্রতিযোগিতামূলক ই-রিভার্স অকশনের মাধ্যমেই এই বরাত তাঁরা পেয়েছে। ২০২৮ সালের ১ জুলাই থেকে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা। যদিও অতিরিক্ত বরাত কার্যকর হলে ২০২৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে সেই বিদ্যুৎও সরবরাহ করা হবে। আর এই চুক্তি সামনে আসার পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা তৃণমূল দাবি করে লেখে, পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ চুক্তিতে স্বচ্ছতা থাকা উচিত, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়। এছাড়াও দলের পক্ষ থেকে আরও প্রশ্ন তুলে জানতে চাওয়া হয়, একদিকে কিছু সংস্থা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার জন্য হয়রান হতে হচ্ছে কেন?

সরাসরিই শিল্পের জমি কিনবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্প স্থাপনের পথে জমি-সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে নতুন কৌশল নিল রাজ্য সরকার। জমি অধিগ্রহণের বদলে এবার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কিনে শিল্পের জন্য সংরক্ষণের পথে হাঁটছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রবিবার জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যজুড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার একর জমি সরাসরি কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিল্পায়নের জন্য পুরুলিয়া, হুগলির সিঙ্গুর, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, ভাঙড় এবং নিউটাউনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সিঙ্গুরে প্রায় ৯৯৭ একর জমি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কেনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই জমি শিল্প সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, টাটা মোটরসের কারখানার জন্য একসময় চিহ্নিত সিঙ্গুরের জমি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং বর্তমানে তার বড় অংশ আর চাষের উপযোগী নয়। সেই জমিকেই ফের শিল্পায়নের কাজে ব্যবহার করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

তিনি জানান, সিঙ্গুরের পাশাপাশি পুরুলিয়া, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল-সহ আরও কয়েকটি এলাকায়ও একই পদ্ধতিতে জমি কেনার কাজ চলছে। শিল্পে নতুন বিনিয়োগ টানতে পর্যাপ্ত 'ল্যান্ড ব্যাংক' তৈরি করাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক মহলের মতে, জমি সরাসরি কেনার এই নীতি কার্যকর হলে শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি-সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রিতা অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের দ্রুত জমি দেওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাংবাদিক বৈঠকে নিউ টাউনকেও আগামী দিনের অন্যতম উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে মেডিসিটি, রিলায়েন্স গোষ্ঠীর জমিতে বালাজি মন্দির, নতুন হাই কোর্ট, বিধানসভা এবং প্রশাসনিক ক্যাম্পাস তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি ইকো পার্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি স্থাপনের ঘোষণাও করেন। নিউ টাউনে যাঁরা জমি বিক্রি করতে আগ্রহী, তাঁদের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

নারীকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়েও একাধিক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অল্পবয়সে মাতৃত্ব ও বাল্যবিবাহ রোধে উচ্চমাধ্যমিকের পর কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের জন্য নতুন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম দু'বছর মাসে ১,৭০০ টাকা এবং শেষ বছরে এককালীন ১৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, চলতি বছরের শুরু থেকে ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সি ৬০ হাজারেরও বেশি কিশোরীর প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ঘটনা প্রশাসনের নজরে এসেছে, যা উদ্বেগজনক।

ক্ষতিপূরণ কৃষকদের

■ ঘূর্ণিঝড় 'আকভানে'র প্রভাবে টানা ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ২৪০ কোটি টাকার প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাজ্যের ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার কৃষক এই আর্থিক সহায়তার আওতায় আসবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক সমীক্ষায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হেক্টর প্রতি ১৭ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। বহু-ফসলি জমির ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ২২ হাজার ৫০০ টাকা। পাশাপাশি, যাঁদের অন্তত এক কাঠা জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদেরও ন্যূনতম ২ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধর্মীয় উৎসব নিয়েও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সব ধর্মের মানুষই সমানভাবে উৎসব পালনের অধিকার পাবেন। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করা হবে না। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাত দিনের উৎসব পালনের আবেদনও ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। শিল্পায়ন-পরিকাঠামো থেকে নারীকল্যাণ; এক সাংবাদিক বৈঠক থেকেই একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ডিএনএ-তে শনাক্ত, কুশপুতুলে শেষকৃত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: ডিএনএ পরীক্ষায় প্রমাণ মেলার পর সামশেরগঞ্জের বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলের কুশপুতুল পুড়িয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল রবিবার। সুজিতের ৬ বছরের পুত্র তাঁর কুশপুতুলে আগুন দেয়। ধর্মীয় আচার মেনে মাথা মোড়ানো হয়েছে শিশুটির। উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর ওই বিজেপি কর্মী খুনে ধৃত এক অভিযুক্ত পুলিশ 'এনকাউন্টারে' নিহত হয়েছেন।

গত অগস্ট মাসে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, বিজেপি কর্মী সুজিতকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে সিআইডি তদন্তভার নিয়েছিল। গ্রেফতার হন সামাউল হক, জনি শেখ এবং তাজফিরা বিবি নামে তিন ব্যক্তি। ধৃতদের বয়ানের ভিত্তিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ফরাক্কার বল্লালপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় কিছু দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। বলা হয়েছিল, সুজিতের দেহাংশ। বাকি দেহাংশ গঙ্গার স্রোতে ভেসে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। যদিও উদ্ধার হওয়া দেহাংশ সুজিতের কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এজন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে।

পুলিশের একটি সূত্রে খবর, সুজিতের পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে নমুনা মিলে গিয়েছে। শনিবার ডিএনএ রিপোর্ট পৌঁছোয় পরিবারের হাতে। রবিবার ধর্মীয় রীতি মেনে মৃত বিজেপি কর্মীর পরলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে পরিবার। সকালে

বিজেপি কর্মী খুনে

ধুলিয়ান শ্মশানঘাটে সুজিতের কুশপুতুলে মুখাগ্নি করে তাঁর ছ'বছরের ছেলে সিদ্ধার্থ। সুজিতের ভাই সুশীল জানান, রাজ্য সরকার পুরো পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। এক অভিযুক্ত 'এনকাউন্টারে' নিহত হয়েছেন। বাকি দু'জনের শাস্তির দাবি তোলেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর রাজ্যে একই দিনে দু'টি 'এনকাউন্টার' হয়। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় কিশোরীকে খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস পুলিশের গুলিতে মারা যান। অভিযোগ, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় তিনি পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে তাদের গুলি করে পালাতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশে হিন্দু-সংখ্যালঘু নিগ্রহে উদ্বিগ্ন শুভেন্দু

রবিঠাকুরের ছবিতে ফের কালি

ঢাকা, ২২ নভেম্বর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে ফের কালি দেওয়া হল বাংলাদেশে। রবিবার বাংলাদেশের খুলনা শহরের যশোর রোডে রেলস্টেশনের দেওয়ালে আঁকা ওই ছবিতে কালি লেপে দেওয়া হয়। সকালে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। যদিও কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাচক্রে, ১৬ দিন আগে, গত ৬ নভেম্বর এই একই জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি দেওয়া হয়েছিল। পাশে সাঁটানো দু'টি পোস্টারের শিরোনাম অংশে লেখা ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা'। কবির দেওয়ালচিত্রে কালি দেওয়ায় সেই সময় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের অনেকে। তার পর ওই জায়গাতেই নতুন করে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা হয়। এ বার সেই ছবিতেও কালি দেওয়া হল।

এরই মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ওপার বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাভাবিক উদ্বেগ রয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় আবেদনকারীদের জন্য সময়সীমা আরও বাড়ানো যায় কি না, তা নিয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করার ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী।



মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণে বহু মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। মানবিক কারণেই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সীমান্তে নজরদারি ও নিরাপত্তায় কোনও শিথিলতা নেই। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশিকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ফেরত পাঠানো হয়েছে। মেডিক্যাল ভিসার অপব্যবহার নিয়েও প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের যশোর রোডের পাশে রেলস্টেশনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রয়াত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছবি রয়েছে। আছে বাংলাদেশের ষাটগম্বুজ মসজিদ, পাটশিল্প, সুন্দরবনের ছবিও। চিত্রশিল্পী এসএম সুলতান এবং নজরুল ইসলামের ছবির ঠিক মাঝে রবীন্দ্রনাথের ছবিটি রয়েছে। কিন্তু অন্য দেওয়ালচিত্রগুলি অবিকৃত থাকলেও কেবল রবীন্দ্রনাথের ছবিতেই কালি দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে খুলনা সদর থানার ওসি লোকমান হোসেন বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে বলেন, সম্ভবত শনিবার রাতে এটি ঘটেছে। রবিবার দুপুর ১২টার দিকে বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আগেরবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে কালি লাগানোর ঘটনায় কোনও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ নিজেদের মতো করে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে।

মহিলা মোর্চার নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করল রাজ্য বিজেপি, সভানেত্রী পদে অঞ্জনা বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে দলের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও মজবুত করতে এবং দলের মহিলা ব্রিগেডকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে এবার পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা। রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সম্মতি ও অনুমোদনে ৩১ সদস্যের এই নতুন মহিলা মোর্চার কমিটি করা হল। নতুন এই কমিটিতে রাজ্য সভানেত্রীর দায়িত্ব পেলেন যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার নেত্রী অঞ্জনা বসু। দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক জেলাকে মাথায় রেখেই এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিতে ৩১ জনের তালিকায় ১০ জনকে সহ-সভানেত্রী, ৪ জনকে সাধারণ সম্পাদিকা এবং ১০ জনকে সম্পাদিকা-র মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদিকা, আইটি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়া ইনচার্জের মতো পদগুলোতেও নতুন মুখ আনা হয়েছে।

রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জনা বসু (যাদবপুর)
সহ-সভানেত্রী (১০ জন)



মহুয়া চক্রবর্তী (শ্রীরামপুর), করবী দাস (হাওড়া টাউন), পলি ঘোষ (হুগলি), পাভেল সরকার দাস (উত্তর দিনাজপুর), অনিন্দিতা রায় দাস (শিলিগুড়ি), ডলি বসাক (কোচবিহার), শম্পা দাস সাহা (কলকাতা উত্তর শহরতলি), অনীশা রায় (হাওড়া টাউন), সুতপা গুপ্ত (দক্ষিণ কলকাতা) এবং সীমা সিং (শ্রীরামপুর)।

সাধারণ সম্পাদিকা (৪ জন) স্মৃতিকণা বসু (কাটোয়া), নীতা চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া), পৌলমী আদক (হাওড়া টাউন) এবং জুলি তামাং (শিলিগুড়ি)।

সম্পাদিকা (১০ জন) অনিন্দিতা ঘোষ মৈত্র (দক্ষিণ কলকাতা), রুবি মান্না (মেদিনীপুর), সৌমিতা রাহা (বারাসত), পিঙ্কি ঘোষ (দক্ষিণ কলকাতা), মিঠু মল্লিক (মেদিনীপুর), তাপসী রায় (জলপাইগুড়ি), পারমিতা পট্টনায়ক (আসানসোল), রূপসা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা উত্তর শহরতলি), রঞ্জনা মুখোপাধ্যায় (উত্তর কলকাতা) এবং মধুরিমা গাঙ্গুলি (মথুরাপুর)।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন পিয়ালী বসু (বারাসত)। দপ্তর সম্পাদিকা হয়েছেন সোমা মণ্ডল (কলকাতা উত্তর শহরতলি) এবং যুগ্ম দপ্তর সম্পাদিকা রঞ্জনা হালদার (কলকাতা উত্তর শহরতলি)। এছাড়া আইটি ইনচার্জ পদে অরুণা রায় (দক্ষিণ কলকাতা), সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ মহিমা চক্রবর্তী (যাদবপুর) এবং মিডিয়া ইনচার্জ হিসেবে লদী সিং (উত্তর কলকাতা) নিযুক্ত হন।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার বিরল সংগ্রহ নিয়ে কলকাতায় বিশেষ অনলাইন নিলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ নিয়ে কলকাতায় আয়োজিত হয়ে গেল বিশেষ অনলাইন নিলাম 'মাস্টার্স অ্যান্ড মাস্টারপিসেস'। 'দ্য আই ইনউইদিন আর্ট'-এর উদ্যোগে এই নিলামে ১৫ জন বিশিষ্ট শিল্পীর সৃষ্টি স্থান পায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যামিনী রায়, বিজন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, হরেন দাস, গোপাল ঘোষ, এফ এন সুজা, গণেশ পাইন, সুনীল দাস, এম এফ হুসেন, যোগেন চৌধুরী, মনু পারেখ, মাধবী পারেখ ও শানু লাহিড়ি। যামিনী রায়ের 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' এবং 'পূজারিণী' ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কলকাতার জে ডব্লিউ ম্যারিয়টেও দু'দিন শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে।



ভাষার জন্য বাংলাদেশ তৈরি হয়নি, জন্ম দিয়েছে ভারত, বিস্ফোরক মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং সেই দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে এবার সরাসরি মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের ইতিহাস টেনে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিনি দাবি করেন, ভাষার ভিত্তিতে নয়, বরং ভারতের হাত ধরেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এদিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে শমীক সোজাসাপ্টা বলেন, ভাষার জন্য বাংলাদেশ তৈরি হয়নি। যদি সত্যিই ভাষার জন্য তৈরি হত, তাহলে আজ বাংলাদেশে বাংলাভাষী হিন্দুদের এভাবে মরতে হত না। তাঁর কথায় স্পষ্ট, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওপার বাংলার হিন্দুদের চরম নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি নিয়েই তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এছাড়াও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি উসকে দিয়ে বিজেপি সভাপতির দাবি, আমি একজন বাঙালি হিন্দু হয়েই এই কথাটা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের জন্ম ভারত দিয়েছে। সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এবং বিরোধী নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে বাজপেয়ী সমস্ত বিরোধী দলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যেন সবাই মিলে ওখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং অত্যাচারিত নিরপরাধ মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে একজোট হন। সেই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, একাত্তরের সেই উত্তাল সময়ে প্রায় চার লক্ষ হিন্দুকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এই বিষয়ে নিজের রাজনৈতিক আদর্শের কথা স্পষ্ট করে এদিন দ্বিজাতি তত্ত্বেরও তীব্র বিরোধিতা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, তিনি বিভাজনের রাজনীতি বা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, বরং 'এক ভারত'-এর ভাবনাতেই তাঁর আস্থা আছে। পাশাপাশি, বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের সুরক্ষার বিষয়টি যে অত্যন্ত জরুরি, সে কথাও নিজের বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন তিনি। ওপার বাংলার হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র এবং রাজ্য, উভয় সরকারেরই এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে বাংলাদেশের একদম সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে জানান, এই ব্যাপারে যা বলার তা ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরই বলবে। অন্যদিকে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ এবং দলে নতুন যোগদান নিয়েও কড়া বার্তা দেন শমীক। 'তৃণমূলিকরণ' নিয়ে রাজনৈতিক স্তরের সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বিজেপির দরজা সবার জন্য হাট করে খোলা নেই এবং দলে কোনোভাবেই 'তৃণমূলিকরণ' হতে দেওয়া হবে না। সব মিলিয়ে, রবিবার শমীক ভট্টাচার্যের এই একাধিক মন্তব্য যে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বন্ডবাজারের নতুন সিইও সাম্বাথ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্ডবাজারের নতুন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) নিযুক্ত হলেন আর্থিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ এস. সাম্বাথ কুমার। ২৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাম্বাথ এর আগে এইচডিএফসি সিকিউরিটিজের মুখ্য বণ্টন আধিকারিক পদে ছিলেন। এছাড়াও তিনি রিলায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং স্পার্ক ক্যাপিটালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নতুন দায়িত্বে সংস্থার ব্যবসা সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার উন্নতি এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে বন্ডে বিনিয়োগ আরও সহজ করে তোলার উপর জোর দেবেন তিনি। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত বন্ডবাজারের মাধ্যমে মাত্র ১০০ টাকা থেকে বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সংস্থার লক্ষ্য, স্বচ্ছ ও সহজ ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে দেশের আরও বেশি সাধারণ বিনিয়োগকারীকে বন্ড বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা। বন্ডবাজার সেবির নথিভুক্ত ব্রোকার এবং বিএসই ও এনএসই-র সদস্য। সংস্থার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে মিস নিপা শেঠের নেতৃত্বাধীন ট্রাস্ট গোষ্ঠীর।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত পানিহাটির বাসিন্দার স্ত্রীর হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ছটপুজো সেরে গাড়িতে চেপে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পানিহাটি পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বোস পুকুর এলাকার বাসিন্দা বিদ্যাসাগর সিং ওরফে সাগর। প্রসঙ্গত, ছট পুজোর দিন ব্রতীদের সঙ্গে একটি গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন বিদ্যাসাগর। ব্রতীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বিদ্যাসাগর গাড়ির ছাদে বসেছিলেন। বরানগর সিঁথির মোড়ের কাছে আচমকা তিনি গাড়ি থেকে নিচে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কথা জানতে পেতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি মৃতের স্ত্রীর হাতে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। প্রসঙ্গত, মৃতের পরিবারের তরফে একটা চাকরির দাবি করা হয়েছে। ওই অসহায় পরিবারকে আশ্বস্ত করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। মৃতের স্ত্রী গুড়িয়া সিং বলেন, মন্ত্রী এসে তাঁর হাতে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১০ লক্ষ টাকার চেক দিয়েছেন। মন্ত্রীর কাছে তিনি একজনের কাজের কথা বলেছেন। উনি কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মৃতের বাড়িতে এদিন হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া, নগরপাল অমিত কুমার সিং, মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছেলাল, পানিহাটির বিধায়িকা রত্না দেবনাথ প্রমুখ।



অভিযোগ দায়ের হতেই বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা, ব্রাত্যকে তুলোধোনা করলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে রবিবার তুলোধোনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বাগুইআটি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই তিনি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, রবিবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি, বিজেপিতে তাঁর কোনো জায়গা নেই বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন সুকান্ত। শনিবার দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে এসে ব্রাত্য বসু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, অভিযোগকারী মহিলাকে তিনি চেনেনই না এবং পুরো বিষয়টিই ভিত্তিহীন। একইসঙ্গে তিনি এখন আর তৃণমূলে নেই বলে জানিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোনো দলে যোগ দেওয়ার জল্পনাও উসকে দেন। ব্রাত্যর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে পাল্টা আক্রমণ শানালেন সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, আমার কাছে খবর আছে যে ব্রাত্যবাবু বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। এতদিন যোগাযোগ করেননি, যেদিন যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের হয়েছে, ঠিক তারপর থেকেই যোগাযোগ করছেন। এর অর্থ ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, আর না হলে পুরা ডাল হি কালা হ্যায়। যদিও বিজেপিতে ব্রাত্যর যোগদান করার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, উনি যতই গান করুন না কেন, 'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি', এই দলে ওঁর কোনো জায়গা নেই। একইসঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাট্যজগতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, মামলা হলে পুলিশ ও আদালতের মাধ্যমেই তার নিষ্পত্তি হবে। আমি ওঁকে বলব, উনি নাটকটাই করুন, যেটা উনি ভালো পারেন। উল্লেখ্য, বাগুইআটি থানায় ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেন-সহ প্রায় ৪০ জন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো একাধিক গুরুতর ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়।

গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ ও মঙ্গলবার রাতে বাড়তি পরিষেবা ব্লু লাইনে

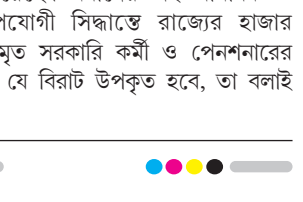
নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আজ ২৩ নভেম্বর এবং মঙ্গলবার ২৪ নভেম্বর রাতে বাড়তি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, মঙ্গলবার গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটির দিনে শহরের একাধিক রুটে মেট্রোর সময়সূচি ও সংখ্যার ক্ষেত্রেও কিছুটা রদবদল করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। রবিবার মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই দুই দিন ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ শাখায় রাতের নির্ধারিত শেষ মেট্রোর পরেও এক জোড়া অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে। সাধারণত রাতে শেষ মেট্রো ছাড়ে ১০টা ৩০ মিনিটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন কমিশন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চাইল ওয়েবকুটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক ব্যবস্থার বদলে অভিন্ন সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ ঘিরে আপত্তি জানাল 'ওয়েবকুটা'। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবার রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য আরএন রবির দ্বারস্থ হল পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (ওয়েবকুটা)। এই নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন হলে সংগঠনের আশঙ্কা, এই নতুন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং পড়াশোনা ও গবেষণার স্বাধীনতা ধাক্কা খেতে পারে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি সার্ভিস কমিশন' গঠনের প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে গত ৬ সেপ্টেম্বর ১১ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার বিকাশ ভবনে ওই কমিটির বিশেষ বৈঠক হয়। এক মাসের মধ্যে এই কমিটিকে তাদের সুপারিশ-সহ রিপোর্ট শিক্ষা দপ্তরে জমা দিতে বলা হয়। অর্থাৎ, এই অভিন্ন নিয়োগ সহ প্রস্তাবটি নিয়ে সরকারি স্তরে আলোচনা এগোচ্ছে বলেই শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। এই পরিস্থিতিতে ওয়েবকুটার সাধারণ সম্পাদক নীলয়কুমার সাহা রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানান। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি কমিশন তৈরি হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমতে পারে। এছাড়াও নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাগত ও গবেষণার প্রয়োজন থাকে, সেই অভিন্ন ব্যবস্থায় সেই বিশেষ চাহিদাগুলি যথাযথ গুরুত্ব পাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সংগঠন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে ওয়েবকুটার আরও দাবি, এই প্রস্তাব ২০১৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিধি এবং ২০২৫ সালের ইউজিসির খসড়া বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ থেকে শুরু করে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম করা আছে। এই বিষয়ে একই আপত্তি তুলছে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটিও। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি নস্করের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইউজিসি নির্ধারণ করে দিলেও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব পড়াশোনা ও গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদের যোগ্যতা এবং বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র ঠিক করতে পারে। পাশাপাশি যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার জন্য যে নির্বাচন কমিটি তৈরি হয়, তার সদস্যদের নিয়োগও ইউজিসির বিধি মেনেই হয়ে থাকে। এর ফলে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব একটি অভিন্ন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব প্রয়োজন, নিয়োগের স্বচ্ছতা এবং ইউজিসির বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য, এই তিনটি বিষয় খতিয়ে দেখার দাবি তুলছে তারা। যদিও বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে শেষ পর্যন্ত কী সুপারিশ করা হয়, এখন সেদিকেই নজর এই দুই সংগঠন-সহ শিক্ষকদের।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আহ্বানে নেতাজি ইনডোরে রক্তদান শিবির, রক্ত দিলেন ৪৭৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মানবসেবার বার্তা নিয়ে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা. শারদত মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে এবং ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৪৭৬ জন রক্তদান করেন। কলকাতার বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি শিবিরে বিশেষভাবে নজর কাড়ে ইএমআরআই গ্রিন হেলথ সার্ভিসেসের কর্মীদের অংশগ্রহণ। 'ডায়াল ১০২' অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এই সংস্থার ৫২ জন চালক ও কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রতিদিন জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে যুক্ত কর্মীদের এই উদ্যোগ শিবিরে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইএমআরআই গ্রিন হেলথ সার্ভিসেস গর্ভবতী মহিলা এবং একবছর বয়স পর্যন্ত অসুস্থ শিশুদের বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সন্দীপন ব্যানার্জি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।





বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উপলক্ষে রবিবার প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনে 'টাইম টেবল, এ জার্নি থ্রু হেরিটেজ' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন পূর্ব রেলের জিএম গীতিকা পাণ্ডে। উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা সহ অন্যান্য রেলকর্তারা।

মৃত সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ পেতে স্বস্তি নমিনিদের আবেদনের সময়সীমা আরও ৯০ দিন বাড়াল নবান্ন

দেবাশিস দে

প্রয়াত রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) পাওয়ার ক্ষেত্রে নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর দিল রাজ্য সরকার। নথিপত্রের জটিলতায় যাঁরা এতদিন আবেদন জমা দিতে পারেননি, তাঁদের কথা মাথায় রেখে বকেয়া অর্থের দাবিতে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও ৯০ দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে রাজ্য অর্থ দপ্তরের পেনশন শাখা থেকে এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি (মেমো নম্বর ১৯৫-এফ (পেন)) জারি করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে চলতি বছরের ২৩ মার্চ (মেমো নম্বর ৭৫-এফ (পেন)) অর্থ দপ্তরের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছিল, ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিএ বা ডিআর পাওয়ার জন্য মৃত কর্মী বা পেনশনারদের নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীদের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে নির্ধারিত ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি বকেয়া অর্থ প্রদানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের নজরে আসে যে, পদ্ধতিগত কারণে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও শংসাপত্র সংগ্রহ করতে দেরি হওয়ায় বহু নমিনি এবং আইনি উত্তরাধিকারী নির্ধারিত ১৮০ দিনের সময়সীমার মধ্যে আবেদন জমা দিয়ে উঠতে পারেননি। সাধারণ মানুষের এই বাস্তব সমস্যার কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেই রাজ্যপাল আরও ৯০ দিন অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করেছেন বলে নয়া মেমোতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, বকেয়া ডিএ-র ক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান বা হেড অফ অফিসের কাছে এবং বকেয়া ডিআর-এর ক্ষেত্রে আবেদন জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট পেনশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটির দপ্তরে। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের সমস্ত অফিস প্রধান এবং পেনশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অর্থ দপ্তরের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, বর্ধিত এই ৯০ দিনের সময়সীমার মধ্যে জমা পড়া সমস্ত বৈধ আবেদনপত্র যেন যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রচলিত নিয়ম মেনে দ্রুত সেগুলির নিষ্পত্তি করা হয়। তবে সময়সীমা বাড়ানো হলেও চলতি বছরের ২৩ মার্চ জারি হওয়া মূল বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নবান্নের এই মানবিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে রাজ্যের হাজার হাজার মৃত সরকারি কর্মী ও পেনশনারের পরিবার যে বিরাট উপকৃত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Md. Chhotu, S/o Md. Habib, residing at 145B, C.R.Avenue, Kolkata - 700007 do hereby solemnly affirm and declare that the name of my daughter is Aabida Parween as recorded in her Birth Certificate. That her name has been wrongly recorded as Afrin Parween in her Aadhaar Card. That Aabida Parween and Afrin Parween is the same and identical person as per Affidavit No. 51241 dated 14.11.2026 sworn before the Learned Judicial Magistrate 1st Class at Alipore.

GENERAL POWER OF ATTORNEY

1.Anil Koley @ Anil Chandra Koley, 2. **Kapil Koley @ Kapil Chandra Koley**, both s/o Lt. Jugal Chandra Koley, both of Gaurangapur, P.O. Bighati, P.S. Bhadreswar, Hooghly 712124, jointly appointed my client namely **Debkanta Das** s/o Narayan Chandra Das, of Bhuban Chandra Bhar Road, Bhakunda, P.O. & P.S. Chandannagar, Hooghly 712136, as their Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 060400421/2026) with regard to the schedule land, and said Principals through their Attorney sold the schedule land to **AST Realty LLP**, of 21/22 Barucha Manson, Regal Building, P.O. Bistupur Bazar, P.S. Jamshedpur, Jharkhand 831001 (Sale Deed No. 060115608/26). Anybody, having any claim, demand, right, title or interest in respect of the schedule land or any part thereof, he/she is hereby requested to take necessary steps within next 15 days from the date of publication of this notice, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived. **Schedule:** Dist.-Hooghly, P.S.-Bhadreswar, Mouza-Bighati, J.L No.-14, area 9.5 Decimal in Dag no. 4567 (kh. no. 32, 147)

Subhashis Debsarma (Advocate),
Dist. Judges' Court, Hooghly.

GENERAL POWER OF ATTORNEY

1.Kalyani Mukherjee w/o Tapas Mukhopadhyay, 2. **Indranath Mukherjee @ Indranath Mukhopadhyay** s/o Tapas Mukherjee, both of Dhaniakhali, Kaachaaripara, P.O. & P.S. Dhaniakhali, Hooghly 712302, jointly appointed my client namely **Kajal Dasgupta** s/o Lt. Dhirendranath Dasgupta of 30/A, S.C. Chatterjee St., P.O. Mallickpara, P.S.- Serampore, Hooghly, as their Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 257/2007) with regard to the schedule land, and said Principals through their Attorney sold the schedule land to **Tetra Estates Pvt. Ltd.** of Flat 2A, Tower 2, Diamond City South, 58 M.G. Road, Tollygunge, P.O. Paschim Putiari, P.S. Haridevpur, Kolkata 700041 (Sale Deed No. 15709/26). Anybody, having any claim, demand, right, title or interest in respect of the schedule land or any part thereof, he/she is hereby requested to take necessary steps within next 15 days from the date of publication of this notice, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived. **Schedule:** Dist.-Hooghly, P.S.- Dhaniakhali, Mouza-Shibpur, J.L No.- 173, area 30 Decimal in Dag no. 943, 935, 936 (kh. no. 341, 406, 376, 375)

Subhashis Debsarma (Advocate),
Dist. Judges' Court, Hooghly.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল, ডায়নামিক ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড, যাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন এর পরিচালক শ্রী মহেশ কু

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ২০২৬, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, সোমবার

১৬ বছর ধরে টাকা তুলেছে তৃণমূল, পরিবহণ কর্মীদের জন্য চালু করেনি সামাজিক সুরক্ষা !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য আইন তৈরি হয়েছিল ২০১০ সালে। এর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, বেসরকারি বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের কাছ থেকে বিশেষ সেস আদায় করে একটি তহবিল গড়ে তোলা। সেই অর্থ দিয়ে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের পেনশন, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা থেকে শুরু করে একাধিক আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল। তবে বাম আমলে তৈরি সেই প্রকল্প কার্যকর করার দায়িত্ব পেয়েও দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে বিগত বাম-তৃণমূল সরকার তা বাস্তবায়িত করেনি। বিশেষ করে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল সরকারের আমলেও এই ছবিটা কিছুই বদলায়নি। যদিও নিয়মিত টাকা আদায় করা হয়েছে, অথচ যাঁদের জন্য এই তহবিল, তাঁরা কার্যত বঞ্চিতই থেকে গেছেন। এবার সেই অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হলেন রাজ্যের নতুন পরিবহণ তথা শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। রাজ্যের পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে কয়েক লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগার জড়িয়ে আছে। বেসরকারি বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, অটো, ছোট বাণিজ্যিক গাড়ি থেকে ট্রাক, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে কাজ করেন বহু অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা। তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০১০ সালের ৫ মে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার সেস অ্যাক্ট' প্রকাশিত হয় কলকাতা গেজেটে।



ওই বছরের ১৩ অগস্ট থেকে চালু হয় এই সংশ্লিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। পরিবহণ দপ্তরের আইন অনুযায়ী, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের উপর সেস আদায় করে সেই অর্থ পরিবহণ কর্মীদের কল্যাণে খরচ করার কথা। তাই রোড ট্যাক্সের সঙ্গে প্রতি তিন মাস অন্তর এই টাকা নেওয়া হয়। তবে এত বছর ধরে অর্থ সংগ্রহ চললেও পরিবহণ কর্মীদের জন্য এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্য সুবিধা কার্যত অধরাই থেকে গেছে। তৃণমূল সরকারের দীর্ঘ শাসনকালে কেন এই প্রকল্প চালু করা গেল না, সেই প্রশ্নই এখন সামনে উঠে আসছে। অথচ প্রকল্পে কী কী সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল, তা নিয়ে কোথাও কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। এইক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী কর্মীদের অবসরের পর তাঁদের প্রাপ্য পেনশন, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে বা স্থায়ী অক্ষমতা তৈরি হলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা, কোনও গুরুতর অসুস্থতায় চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার খরচ, চশমা কেনার অর্থ, মহিলা কর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন সাহায্য দেওয়া, তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনা করার জন্য অনুদান দেওয়া এবং কর্মীদের মেয়ের বিয়েতে আর্থিক সাহায্যের মতো একাধিক ব্যবস্থা রাখার কথা ছিল। যদিও আজ অবধি বাস্তবে এই সুবিধাগুলি চালু করা হয়নি। শুধু তাই নয়, পরিবহণ কর্মীদের চিহ্নিত করে সরকারি নথিতে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার কাজও কিছুই এগোয়নি। এই প্রসঙ্গে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও উঠে এসেছে আগের সরকারের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। তাঁর দাবি, প্রতি তিন মাস অন্তর রোড ট্যাক্সের সঙ্গে সেস নেওয়া হলেও সেই অর্থ কর্মীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়নি। তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং শ্রমমন্ত্রী

উদ্যোগী মন্ত্রী অর্জুন সিং

মলয় ঘটকের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেও কোনও সুরাহা পাওয়া যায়নি। এই বিষয়টি নিয়ে শুধু আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই বিষয়টি নিয়ে আশার কথা জানান রাহুল। তিনি বলেন, এই প্রথম আমাদের রাজ্যে যিনি শ্রমমন্ত্রী, তিনিই পরিবহণ মন্ত্রী। তিনি এই বিষয়টি জেনেই পদক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয় যে কিছু সুরাহা হতে পারে, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। পাশাপাশি অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ কর্মীদের প্রতিনিধিরাও দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইছেন। ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সভাপতি তথা অনলাইন ক্যাব অপারেটরস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ২০১০ সাল থেকে এই খাতে বিপুল অর্থ জমা হয়েছে। তাঁর কথায়, আমরা বিশ্বাস করি, এই কোটি কোটি টাকা এত বছর ধরে এই খাতে নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ হিসাব রয়েছে। তবে, যাতে একটি হিসাব আমাদের দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি। একই সঙ্গে এই তহবিলের অর্থের হিসাব প্রকাশের দাবি তুলেছে ট্রাক মালিকদের সংগঠনও। এই প্রসঙ্গে ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, যে অঙ্কটা করা হচ্ছে, সেটা কোন খাতে যাচ্ছে, আদৌ তহবিলে জমা হচ্ছে কি না, সে নিয়ে কোনও দিন আমাদের হিসেব দেওয়া হয়নি। কিংবা কর্মীদের স্বাস্থ্য বিমা বা অন্যান্য কোনও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও দিনও তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। অর্থাৎ, ১৬ বছর ধরে একটি আইন থাকা সত্ত্বেও তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন পরিবহণ কর্মীরা। নিয়মিত সেস আদায় হলেও প্রকল্প কার্যকর করতে আগের সরকারদের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবার নতুন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং নিজে উদ্যোগ সেই তহবিলের হিসাব সামনে আসতে চলেছে। পাশাপাশি পরিবহণ কর্মীদের জন্য এই প্রকল্প বাস্তবে কবে থেকে চালু হবে, তার দিকেই তাকিয়ে আছেন রাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিবহণ কর্মীরা।

‘আকভান’ বিদায় নিতেই শীতের অপেক্ষা, মঙ্গলবার থেকে নামবে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘আকভান’ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কাটতেই রাজ্যে বদলাতে চলেছে আবহাওয়া। একটানা কয়েক দিনের বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশ থেকে মুক্তি পেয়ে আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া শুকনো হওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একই সঙ্গে কমবে রাতের তাপমাত্রাও। আগামী সপ্তাহ থেকে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। তবে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এই তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির নীচে নামার সম্ভাবনার কথা শোনাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে শীতের আমেজ এবার বেশ ভালোভাবেই টের পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘূর্ণিঝড় আকভানের অবশিষ্টাংশ বর্তমানে উত্তর ছত্তিশগড় ও সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। দ্রুত শক্তি হারানোর কারণে রাজ্যে এর সরাসরি প্রভাব প্রায় শেষ। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তৈরি হওয়া মেঘের কারণে আজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকলেও রোদের দেখা পাওয়া গেছে। এদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বৃষ্টি হয়নি। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।



আজ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। যদিও মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুকনো আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই চিত্র থাকবে। আজ কয়েকটি জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে সেখানেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে আবহাওয়া শুকনো থাকবে।

তবে তাপমাত্রার পরিবর্তন শুরু হবে আজ থেকেই। যদিও আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ ১৫ ডিগ্রির নীচে নামার সম্ভাবনা আছে। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪.৮ ডিগ্রি কম। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.৪ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও ছিল বেশি। বৃষ্টির মেঘ সরে গেলে সেই পরিস্থিতির বদল ঘটবে বলেই মনে করছেন আবহবিদেরা।



কলকাতা হার্ট ক্লিনিকে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সামিল হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

২৬ নভেম্বর রাজ্যের সব স্কুলে ‘সংবিধান দিবস’-সহ একাধিক কর্মসূচি পালনের নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের সংবিধান সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে এবার উদ্যোগী হল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। আগামী ২৬ নভেম্বর রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ‘সংবিধান দিবস’ পালন করার নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। এই দিনটি পালন করার জন্য সব স্কুলে ‘সংবিধান প্রস্তাবনা পাঠ’ থেকে শুরু করে সেই সংশ্লিষ্ট পোস্টার তৈরি, অঙ্কন ও সৃজনশীল নানা কর্মসূচির আয়োজন করতে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল দেশের সংবিধান। সেই দিনটিকে স্মরণ করতেই প্রতিবছর ‘সংবিধান দিবস’ পালন করা হয়। দেশের সংবিধানের মূল ভাবনা, নাগরিকের অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করানোই এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই দিন স্কুলে সকালের প্রার্থনা বা সমাবেশ হওয়ার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা একসঙ্গে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করবেন।



পাশাপাশি, নিজ নিজ জেলা বা রাজ্য থেকে গণপরিষদে যে সকল প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে পড়ুয়াদের তথ্য সংগ্রহ করতে এবং সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করা হবে। তবে শুধু আলোচনা বা পাঠের মধ্যেই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না শিক্ষা দপ্তর। দেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পোস্টার ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের আদর্শকে সামনে রেখে বুকমার্ক, ব্যাচ, কোলাজ-সহ নানা ধরনের সৃজনশীল কাজও করতে পারবে পড়ুয়ারা। সম্পূর্ণ আয়োজন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়, তার জন্য প্রতিটি জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জেলাস্তরে এই কর্মসূচির সমন্বয় ও নজরদারির দায়িত্ব সামলাবেন ওই নোডাল অফিসার। উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হলেও কার্যকর করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. বি আর আম্বেদকর। দেশের শাসনব্যবস্থা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি এবং মৌলিক কর্তব্যের মতো বিষয়গুলি সংবিধানে নির্দিষ্ট করে লেখা হয়। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সি নাগরিকদের ভোটাধিকারও এই সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি।

প্রয়োজনীয় শংসাপত্র নাগরিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের জন্য বিধায়ক কার্যালয় কিংবা পার্টি অফিসে আর নাগরিকদের ছুটতে হবে না। নতুন সরকারের আমলে দৌঁড়ঝাপের দিন শেষ। এবার প্রয়োজনীয় শংসাপত্র নাগরিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। রবিবার একটি রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে এমনই খুশির খবর শোনালেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ বসু এবং স্বর্গীয় মণিদীপা বসুর স্মরণে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড়ের সন্নিকটে এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, প্রয়োজনীয় যেকোনও শংসাপত্র এবার নাগরিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। মন্ত্রীর কথায়, বিগত ৪৯ বছর যা হয়েছে, তা এবার ভুলে যান। তবে ৪৯ বছরের কালচার রাতারাতি পরিবর্তন করা যাবে না। নতুন সরকারকে এর জন্য সময় দিতে হবে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, তোলাবাজি করা যাবে না। কোথাও তোলাবাজি করতে এলে তাকে



জানানোর পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, সেবার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। রক্তের সংকট মোচনে নতুন প্রজন্মকে বেশি করে রক্তদান শিবির করার পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। উক্ত রক্তদান শিবিরে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস, ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার, দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা রক্তদান শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা গৌতম বসু, সমীরেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ।

হাসপাতালে হামলা-ভাঙচুরে আর রেয়াত নয়, ২০০৯ সালের কঠোর আইন কার্যকর করছে স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা কিংবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করার ঘটনা ঘটলে এবার থেকে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই ধরনের অভিযোগে ২০০৯ সালের হাসপাতাল সুরক্ষা আইন বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। এইক্ষেত্রে ভাঙচুর ও চিকিৎসকদের হেনস্তা করার কোনও ঘটনা ওই ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা করবে পুলিশ ও প্রশাসন। পাশাপাশি হাসপাতালের সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের থেকেই আদায় করা হবে বলে সেই বিষয়টিও ওই নির্দেশিকায় নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। শুক্রবার রাতে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং কলকাতা-সহ বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারদের কাছে জরুরি নির্দেশিকা পাঠায় স্বাস্থ্য ভবন। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়, হাসপাতালে হামলা, হুমকি, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে বাধা কিংবা সম্পত্তি নষ্টের ঘটনাকে আর সাধারণ অশান্তি বলে বিবেচনা করা যাবে না। এই ধরনের অভিযোগ পেলেই সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে।স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকায় ২০০৯ সালের ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেয়ার সার্ভিস পার্সন্স অ্যান্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস ইনস্টিটিউশনস (প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড ড্যামেজ টু প্রপার্টি) অ্যাক্ট’-এর বিভিন্ন ধারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নষ্ট করাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, এই অপরাধ সম্পূর্ণ জামিন-অযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে

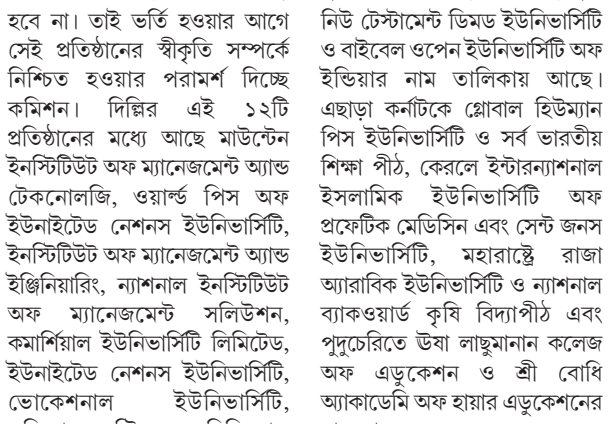


দোষ প্রমাণিত হলে ৪ নম্বর ধারায় সর্বোচ্চ তিনবছর কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার সংস্থান আছে। শুধু তাই নয়, ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, সম্পত্তির ক্ষতির জন্য আদালত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে ওই দোষী ব্যক্তিকে। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘এই পদক্ষেপ আগে কেন করা হয়নি, আমরা হতবাক। এই আইন থাকলেও বলবৎ না হওয়ায় সাহস পেয়েছে সবাই। জামিন মিলবে না এই ধরনের ঘটনায়।’ তবে শুধু মামলা দায়ের নয়, হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয় এই নির্দেশিকাতে। কোথাও হামলা বা ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলে দ্রুত এফআইআর করে তদন্ত শুরু করতে হবে। এছাড়াও হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং আইসিইউয়ের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ, চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ করতে হবে। এরপর হাসপাতালে ভাঙচুর হলে কী পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, তার বিস্তারিত হিসাব তৈরি করে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্বও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এর ফলে আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া সহজ হবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এই বিষয়ে জেলা স্তরে প্রশাসনিক সমন্বয় রাখার উপরেও জোর দেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে জেলাশাসকের নেতৃত্বে পুলিশ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদেরও ২০০৯ সালের এই আইনের বিভিন্ন ধারা এবং শাস্তির বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনের বক্তব্য, চিকিৎসা পরিষেবা যাতে কোনও ভাবেই হামলা, হুমকি বা ভাঙচুরের কারণে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একই ভাবে আইন কার্যকর করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন।

ইউজিসির ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রাজ্যের দুই প্রতিষ্ঠান, দেশজুড়ে চিহ্নিত ৩২টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নাম উঠল রাজ্যের দু'টি প্রতিষ্ঠানের নাম। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রকাশিত ২০২৬ সালের তালিকায় জায়গা পেয়েছে ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন’ এবং ‘ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ’। দেশজুড়ে মোট ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে ভুয়ো বা স্বীকৃতিহীন বলে চিহ্নিত করল কমিশন। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি নাম আছে দিল্লির ১২টি প্রতিষ্ঠানের। এদিন ইউজিসির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র এবং পুদুচেরির একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম এই তালিকায় আছে। উত্তরপ্রদেশে চারটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র ও পুদুচেরিতে দু'টি করে প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা এবং ঝাড়খণ্ডে একটি করে প্রতিষ্ঠানের নাম আছে। এই তালিকা প্রকাশ করে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সতর্ক করছে ইউজিসি। এই প্রসঙ্গে কমিশনের বক্তব্য, কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে তার স্বীকৃতি ও অনুমোদন যাচাই করে নেওয়া অতি জরুরি বিষয়। শুধু নামের সঙ্গে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ শব্দ থাকলেই কোনও প্রতিষ্ঠান বৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় না, বলেই কমিশন জানিয়েছে। এদিন ইউজিসি নিজেদের সমাজমাধ্যমে জানায়, ১৯৫৬ সালের ইউজিসি আইনের অধীনে



স্বীকৃতি না থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ডিগ্রি উচ্চশিক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে বৈধ বলে গণ্য হবে না। তাই ভর্তি হওয়ার আগে সেই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে কমিশন। দিল্লির এই ১২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে মাউন্টেন ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ওয়ার্ল্ড পিস অফ ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট সলিউশন, কমার্শিয়াল ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি, ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি, এডিআর-সেন্ট্রিক জুরিডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্বকর্মা ওপেন ইউনিভার্সিটি ফর সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথ সায়েন্সেস। তবে উত্তরপ্রদেশের তালিকায় রয়েছে গান্ধি হিন্দি বিদ্যাপীঠ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি (ওপেন ইউনিভার্সিটি), ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং মহামায়া টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি। অন্ধ্রপ্রদেশে ক্রাইস্ট নিউ টেস্টামেন্ট ডিমড ইউনিভার্সিটি ও বাইবেল ওপেন ইউনিভার্সিটি অফ ইন্ডিয়ার নাম তালিকায় আছে। এছাড়া কর্নাটকে গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি ও সর্ব ভারতীয় শিক্ষা পীঠ, কেরলে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেটিক মেডিসিন এবং সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, মহারাষ্ট্রে রাজা অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি ও ন্যাশনাল ব্যাকওয়ার্ড কৃষি বিদ্যাপীঠ এবং পুদুচেরিতে ঊষা লাছুমানান কলেজ অফ এডুকেশন ও শ্রী বোধি অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশনের নাম আছে।

পাশাপাশি রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ডের তালিকায় যথাক্রমে রাজীব গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন, ম্যাজিক অ্যান্ড আর্ট ইউনিভার্সিটি এবং দক্ষা ইউনিভার্সিটির নামও তালিকায় আছে বলেই জানিয়েছে কমিশন।

সম্পাদকীয়

মোদী সরকারের উদ্যোগে আশায় ডেলিভারির অসংগঠিত শ্রমিকরা

গিগ কর্মীদের স্বার্থে ১০ মিনিটে ডেলিভারির মতো অনলাইনে চালু অমানবিক ও বিপজ্জনক পরিষেবা আগেই বন্ধ করেছে মোদি সরকার। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে এই পরিষেবা অল্পদিনেই জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। কারণ, গ্রাহকরা ঘরে বসে শুধু একটা নম্বর ডায়াল করলেই পেয়ে যাচ্ছিলেন এই হাতে গরম পরিষেবা। তাও আবার সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে গ্রাহকদের মধ্যে তা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল। এর আঁচ পেয়ে একের পর এক অনলাইন সংস্থাগুলিও এই পরিষেবা চালু করে দেয়। কিন্তু এর বিপদের দিকটা নিয়ে কেউ ভাবল না। কারণ, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে সবাই যত তাড়িতাড়ি সম্ভব ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এই প্রবণতাই ডেকে আনছিল একের পর দুর্ঘটনা। ডেলিভারি বয় বা গিগ কর্মীদের স্বার্থে মোদি সরকার এই ব্যবস্থা তুলে দেয়। এর জেরে কিছু অনাবশ্যক দুর্ঘটনা ও জীবনহানি রোখা গিয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। এই প্রথা বন্ধ করার পর এবার গিগ কর্মীদের স্বার্থে আরও বড় উদ্যোগ নিল মোদি সরকার। যা নিয়ে এখন আশায় কর্মীরা। এবার সার্বিক ভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, গিগ কর্মী এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে বড়সড় ঘোষণা করল বিজেপি সরকার। এদের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠন করল কেন্দ্র। সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০-এর অধীনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক জানিয়েছে, আগামী তিন বছরের জন্য এই বোর্ড কার্যকর হবে। অসংগঠিত কর্মীদের জন্য গঠিত এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী। সহ-সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সচিব। বোর্ডে শ্রমিক সংগঠন, নিয়োগকারী সংস্থা, শিল্পমহল, সংসদ, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদেরও রাখা হবে। এর পাশাপাশি লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রতিনিধিরাও থাকবেন। নতুন বোর্ডের মাধ্যমে অসংগঠিত শ্রমিক, গিগ কর্মী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়বে, যা ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

শব্দছক ৩১৯

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

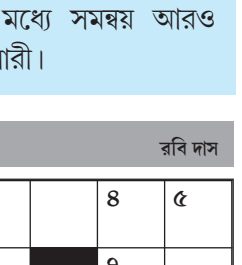
পাশাপাশি: ১. ধর্ম-সচেতক ৩. মনের সায়-অসায় ৬. জ্বলন ৭. অভিসম্পাত ৮. বাণ ১০. প্যারাফিন ১২. রাস্তা ১৩. পৃথিবীপৃষ্ঠ ১৫. মারকুটে ১৭. দেবোদ্দেশে পশুহত্যা ২০. মন্দ ২১. লালরঙের ছোট-ছোট ফুল ২১. লতিয়ে চলা গাছ ২৪. আশ্রয় ২৫. অপোক্ত উচ্চারণ ২৬. পা দিয়ে পান করে যে

ওপর-নিচ: ১. ঋণকরা ২. বর্ষার ফুল ৩. মনকে যা মোহিত করে ৪. মশক ৫. সূর্য ৯. মুহূর্ত ১১. মনের সায় ১৩. মহানবমীর পরের দিন ১৪. গরমমশলার একটি পদ ১৬. ধ্বনি ১৮. অবস্থার পরিবর্তনে স্থায়ী তাপ ১৯. ঢিমাগতিতে হালকাভাবে স্পর্শ ২১. দ্রুত হাঁটার জন্য দন্ডযোগে পায়ের দৈর্ঘ্য বর্ধন ২৩. পিতা

সমাধান ৩১৮ — পাশাপাশি: ১. ব্যস্ত ২. ধূমধাম ৪. রাস ৬. হাহাকার ৮. ধকল ১০. রমা ১১. ফেরার ১২. গুজব ১৪. তামা ১৬. ফড়িং ১৭. তরুলতা ১৯. লাশ ২০. চেরাবাঁশ ২১. গেহ

ওপর-নিচ: ১. ব্যবহার ২. ধূসর ৩. ধামাধরা ৪. রাকা ৫. জল ৭. হামাগুড়ি ৯. করতাল ১৩. জংধরা ১৫. মাতামহ ১৬. ফক্কা ১৭. তলাশ ১৮. রুশ

আজকের দিন



■ **১৯২২** — রাজদ্রোহের অভিযোগে কবি কাজী নজরুল ইসলাম গ্রেফতার হন এবং সরকার কর্তৃক তার বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

■ **১৯৩৬** — লাইফ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

■ **১৯৬৪** — ব্রিটেনে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক বেতার কেন্দ্র চালু হয়।

জন্মদিন



১৮৯৭ *বিশিষ্ট লেখক নীরদ সি চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা গীতা দত্তের জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল মহন্তর জন্মদিন।*

গীতা দত্ত

ভক্ত ভগবানের মিলন লগ্নে রাস রজনী

শ্রী রূপম চক্রবর্ত্তী



প্রতিবছর ব্যাপক আয়োজনে বাংলাদেশ এবং ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, নদীয়ার শান্তিপুরে রাস উৎসব খুব ধুমধামের সাথে পালন করে ভক্তরা। এটাকে মূলত শান্তিপুরের ভঙ্গারাস বলা হয়ে থাকে। এছাড়া ওড়িশা, আসাম এবং মনিপুরে এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের অংশ হিসেবে অঞ্চলভেদে ভারতনাট্যম, ওড়িশি, মণিপুরি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত নৃত্যসুষমার ব্যবহার দেখা যায়। মণিপুরিদের সবচেয়ে বড় উৎসব। কথিত আছে, আঠারো শতকের দিকে মণিপুরের রাজা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র বাংলাদেশে এই উৎসবের প্রথম প্রচলন করেন। সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের মাধবপুর জোড়ামন্ডপে প্রতি বছর এই উৎসব বিরাট কলেবরে পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে এই উৎসবে। মণিপুরি সমাজে রাসনৃত্য ছয় ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো মহারাস, নিত্যরাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, গোপীরাস ও উদুখলরাস।

পরম আরাধ্য এক সত্তার সঙ্গে মানুষে প্রেমাকুল আত্মার মিলনকে গীত-নৃত্য-বাদ্য-মুদ্রাসহযোগে প্রকাশ করার এক পরিবেশনাশিল্প রাস। শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যদর্শন কিংবা বৈষ্ণবীয় সহজিয়া ধারার দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে যা মণিপুরি জনপদের নিজস্ব শিল্পপ্রকাশরীতির সঙ্গে মিলেমিশে নতুন এক অবয়ব নিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যাপিত জীবনের বেদনা ও অনুভূতি স্পন্দিত হয়ে ওঠে রাস যাত্রা অনুষ্ঠানে।

বৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবত-এর প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন, রাসঃ = রস + ষ্ণ। অর্থাৎ যত রকমের রস আছে তাদের সমষ্টির নাম রাস। কথাটিকে উপমা হিসেবে নিলেও বোঝা যাবে আসলেই রাসলীলা শিল্পের সব রসের এক গভীর সংশ্লেষ। ভগবান কারো একার সম্পত্তি নয়। এই সারকথা বোঝানোর জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রাসলীলা করেছিলেন। বস্ত্রহরণের দিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপীদের কথা দিয়েছিলেন, পরবর্তী পূর্ণিমা-তিথিতে তিনি গোপীদের সাথে রাস-উৎসব করবেন। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে গোপীরা সংসারের কর্তব্যজ্ঞান ভুলে বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেদেরকে নিবেদন করেছিল। কৃষ্ণ তাদেরকে বারবার স্ব-গৃহে ফিরে যেতে বললেও, গোপীবৃন্দ সেই অনুরোধ মানে নাই। গোপীদের একমাত্র কামনা ছিল শ্রীকৃষ্ণকে একান্তে নিভৃতে পাওয়া। তাদের বিশেষ ভক্তি আর অনুরোধে কৃষ্ণ তাদের নিকটে এলেই তারা ভাবছিল, কানাই শুধু তার একার। যখনই এরকম ভাবছিল তখনই কৃষ্ণ তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আর গোপীরা গভীর বিরহে কাতর হচ্ছিল। ভগবান কারো একার সম্পত্তি নয়। ঈশ্বর সকলের। এই সারকথা বোঝানোর জন্যই কৃষ্ণ এই রাসলীলা করেছিলেন।

সেই শারদ পূর্ণিমা উপস্থিত। বাতাসে শীতের আমেজ। চারদিকে শিউলি ফুলের গন্ধ। শিউলি ফুলগুলো যমুনার তীরে ছড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে সাঁঝ নামছে যমুনা তীরে। পাখিরা আলয়ে ফিরে যাচ্ছে। সাঁঝ বেলায় গোপীরাও যমুনার জলে গা ধুয়ে তাদের ঘরে ফিরে গিয়েছে। ঘরের কাজে ব্যস্ত তারা। যমুনার আশেপাশে জঙ্গল জুড়ে নেমে আসছে ঘন অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একসময় আকাশে ওঠে চাঁদ। এই চাঁদ সাধারণ চাঁদ নয়। বহুদিন বাদে স্বামী ঘরে ফিরে এসে যেমন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় , এই চাঁদ যেন সেই বিরহাতুর স্বামীর প্রতিভূ। শুধু তাই নয় এ চাঁদ যেন দিব্যভাবে উদ্ভাসিত। এই কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাতেই যে অনুষ্ঠিত হবে প্রেমাবতারী রসিক শেখর শ্রী কৃষ্ণের রাসলীলা। রাস এসেছে 'রস' থেকে। 'রস' মানে আনন্দ, দিব্য অনুভূতি, দিব্য প্রেম। 'লীলা' অর্থ নৃত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করবেন। গোপীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে তাদের ডাক আসবে তাদের প্রাণপ্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে।

এই শারদ রাত, এই চাঁদ, চারিদিক মাতাল করা মল্লিকার গন্ধ। এসব কিছুই সাধারণ নয়, এক দিব্যভাবে স্নাত, অলৌকিক এক মায়ায় আচ্ছন্ন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যখন দেখলেন ঐ পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে রক্তিম থেকে গৈরিক বর্ণ ধারণ করল এবং সমগ্র অরণ্য প্লাবিত হল জ্যোৎস্নায় তখন তিনি তাঁর হাতে তুলে নিলেন মোহন বাঁশি। ফুঁ দিলেন বাঁশিতে। মধুর বংশীধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল বনে বনান্তরে। বাঁশির সুরে স্থির থাকতে পারছেনা গোপীরা। মন মাতাল করা সুর শোনা মাত্রই কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদনা হইয়ে পড়ল। আশ্চর্য এই সুর কেবল গোপীরাই শুনতে পেল, যারা কৃষ্ণপ্রেমে পাগল , কৃষ্ণ যাদের প্রাণ প্রিয়সখা। আর কেউ শুনতে পেল না সেই সুর। এমনকি মা যশোদাও শুনতে পেলেননা। এই সুর এমনই সুর যা গোপীদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করল। যেন এই সুর আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল গোপীদের আর রশির মত টেনে নিয়ে আসতে লাগল তাদের প্রিয়তমের কাছে। বৃন্দাবনের সকল গোপী যারা গোপনে গোপনে কৃষ্ণ আরাধনা করতেন। তারা একে অপরের মনোভাব না জেনেই ছুটে চলল সেই বাঁশির সুরের অনুসন্ধানে। চারদিকে কৃষ্ণকে খুজছে।

বাঁশির সুর চুম্বকের মত আকর্ষণ করল গোপীদের। তারা কেউ কেউ গরুর দুধ দোহন করছিল। কেউ উনুনে দুধ গরম করছিল। যেই বাঁশির সুর কানে গেল অমনি তারা দুধ দোওয়া ফেলে ছুটল, গোরুর পা বাঁধা রইল, বাছুরটিকে মায়ের কাছে এনে দিতে ভুলে গেল, উনুনে দুধ উথলে উঠল, না, কোন দিকে নজর নেই, সব ছেড়ে গোপীরা ছুটল। সকল কর্ম ত্যাগ করে তারা ছটতে লাগল। তাদের কেউ কেউ আবার পতি সেবা করছিল অথবা প্রসাধন করছিল, অঙ্গরাগে অঙ্গমার্জনা করছিল বা পোশাক পরিধান করছিল বা সান্ধ্য আহার প্রস্তুত করছিল। সব কাজ তাদের অসম্পূর্ণ রেখে তারা ধাবিত হল কৃষ্ণ সন্দর্শনে। তাদের লোকত্যাগ হল অর্থাৎ পরিবার পরিজন আর তাদের আপন রইল না। গোপীদের মধ্যে কেউ দুগ্ধপানরত ছোট শিশুকে ফেলে ছুটতে শুরু করল। পরিজনরা বলল তুমি পাষাণী মা। গোপীদের কানে সে কথা গেল না। তারা সমস্থ জাগতিক স্নেহ বা প্রেম ত্যাগ করে প্রিয় পরমের দিকে ছুটতে লাগল।

আবার কেউ বা বস্ত্র অলংকার পরিধান করছিল। আলুথালু বেশভূষা নিয়েই তারা ছুটল কৃষ্ণ সকাশে। দেহস্মৃতি বা দেহবোধও ত্যাগ হল তাদের। সর্বস্ব ত্যাগ করে গোপীরা ছুটল। কেউ তাদের ধরে রাখতে পারল না। তীব্র স্রোতের অভিমুখে যেভাবে নৌকা ধাবিত হয়, সেইভাবে গোপীরাও কৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল। তারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করল, লোকত্যাগ করল, স্নেহ ও জাগতিক প্রেমও ত্যাগ করল। তাদের মন প্রাণ জুড়ে কেবল কৃষ্ণ। আর কিছু জানে না তারা, কেবল কৃষ্ণকেই জানে। তাইতো কবি বলেছেন —

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া,
মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ'

কবি বৃন্দাবন দাস একটি পদের কথা লিখেছিলেন; কৃষ্ণ রাধাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'শুন রাধে এই রস আমি যে তোমার বশ, তোমা বিনে নাহি লয় মনে। জপিতে তোমার নাম ধৈরয না ধরে প্রাণ, তুয়া রূপ করিয়ে ধেয়ানে।' গল্প বলতে শুরু করেছিলাম পূর্ণিমার চাঁদকে নিয়ে, কথা বলতে বলতে নিতাই-চাঁদের গল্পে এসে থামলাম।

কৃষ্ণের এই বাঁশির সুর ছিল 'অনঙ্গ বর্দ্ধনম'। কেউ যদি ভগবানকে স্পর্শ করার জন্য উন্মুখ হয় বা খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল হয় কিংবা ভগবানের কাছ থাকে আনন্দ পেতে চায় বা তাঁকে আনন্দ দিতে চায়, তখন তাকে বলে অনঙ্গ। 'অনঙ্গ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'কাম'। কিন্তু গোপীদের সম্পর্কে অনঙ্গ শব্দের এমন স্থূল অর্থ করা অপরাধ। কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম আধ্যাত্মিক, জাগতিক নয়। তাদের সবটুকু দিয়ে তারা কৃষ্ণকে ভালবেসেছে। সেখানে কোন স্বার্থ নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাই কৃষ্ণের বাঁশি তাদের সেই প্রেমকে আরো আরো ঘনীভূত করেছে। যেমন ধোঁয়ার আড়ালে আচ্ছাদিত আগুন বাতাস লাগলে যেভাবে দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। রাস রজনীর মায়াবী চাঁদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই কখনো বিশ্বকবি রবিঠাকুর বলে গেছেন, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার, গন্ধসুধা ঢালো।' আবার কখনো রুপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বলে গেছেন, 'বেবিলন কোথা হারায়ে গিয়েছে-মিশর-অসুর কুয়াশাকালো; চাঁদ জেগে আছে আজও অপলক, মেঘের পালকে ঢালিছে আলো!'

ভগবানকে পেতে গেলে এভাবেই তো সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পরীক্ষাকরার জন্য বললেন, এই যে তোমরা এই রাতে পরিবার পরিজন সংসার ছেড়ে চলে এলে । তোমরা ঠিক করো নি। তোমরা ফিরে যাও।কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে গোপীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'হে নাথ তোমার চরণস্পর্শ যে একবার লাভ করেছে তার কাছে এইসব জাগতিক বন্ধন যে মিছে। আবার যদি আমাদের সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় সে তো আমাদের চরম দুর্ভাগ্য হবে প্রাণনাথ'। শ্রীকৃষ্ণ এবার হাসলেন, বুঝলেন গোপীদের এই প্রেম নিখাদ, খাঁটি। তাই তিনি বললেন, 'তোমাদের এই অহৈতুকি প্রেমের প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারব না। আমি তোমাদের কাছে চিরঋণী থাকব'।কৃষ্ণ এবার গোপীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে নিবিষ্ট হলেন। গোপীরা কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হল। কৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য কিন্তু গোপীদের মধ্যে জন্ম দিল আত্মম্ভরিতা , তারা মনে করল তারাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী যে কৃষ্ণ প্রেমে অবগাহন করতে পেরেছে। এই আত্মম্ভরিতা দূর করার জন্য কৃষ্ণ অকস্মাৎ গোপীদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ভগবানকে পেতে গেলে এভাবেই তো সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পরীক্ষাকরার জন্য বললেন, এই যে তোমরা এই রাতে পরিবার পরিজন সংসার ছেড়ে চলে এলে । তোমরা ঠিক করো নি। তোমরা ফিরে যাও।কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে গোপীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'হে নাথ তোমার চরণস্পর্শ যে একবার লাভ করেছে তার কাছে এইসব জাগতিক বন্ধন যে মিছে। আবার যদি আমাদের সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় সে তো আমাদের চরম দুর্ভাগ্য হবে প্রাণনাথ'। শ্রীকৃষ্ণ এবার হাসলেন, বুঝলেন গোপীদের এই প্রেম নিখাদ, খাঁটি। তাই তিনি বললেন, 'তোমাদের এই অহৈতুকি প্রেমের প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারব না। আমি তোমাদের কাছে চিরঋণী থাকব'।কৃষ্ণ এবার গোপীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে নিবিষ্ট হলেন। গোপীরা কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হল। কৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য কিন্তু গোপীদের মধ্যে জন্ম দিল আত্মম্ভরিতা, তারা মনে করল তারাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী যে কৃষ্ণ প্রেমে অবগাহন করতে পেরেছে। এই আত্মম্ভরিতা দূর করার জন্য কৃষ্ণ অকস্মাৎ গোপীদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হলেন।

কৃষ্ণ অদৃশ্য হওয়ায় গোপীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।অন্তরে তীব্র বিরহ জ্বালা নিয়ে তারা কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তার বলতে লাগল ওগো নদীতীর, তরুদল তোমরা বলে দাও কৃষ্ণ কোথায়? আমাদের শ্যামকে এনে দাও। নব দূর্বাদল শ্যামকে খুঁজতে খুঁজতে তারা একসময় দেখতে পেল কৃষ্ণের পদচিহ্ন। কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে এ কোন রমণীর পায়ের ছাপ! আমরা দেখি, কৃষ্ণ প্রধান গোপীনিকে নিয়ে গভীর বনমধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন। কৃষ্ণকে একা পেয়ে এই গোপীনির বড় অহংকার হল। আমি তাহলে অন্য গোপীদের চাইতেও সৌভাগ্যবতী যে শ্যামকে একা পেলাম। তাই প্রধান গোপীনি শ্যামকে বললেন, 'ওগো শ্যাম, আমার প্রাণাধিক, এতখানি হেঁটে এসে আমি বড় ক্লান্ত। আমার পা আর চলছে না। দয়া করে আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও।' শ্যাম এবার মুচকি হাসলেন। গোপীনিকে কোলে তুলে নিয়েছেন! কিন্তু এ সুখ গোপীর কপালে সইল না। কিছুদূর এভাবে যাওয়ার পর প্রভু অন্তর্হিত হলেন।

গোপীরা বিলাপ করতে করতে বলতে লাগল হে কৃষ্ণ, আমরা তোমার জন্য সব কিছুই ত্যাগ করলাম। লোক, লাজ, ভয়, কাম, অহংকার ,সকলই ত্যাগ করলাম। আমাদের অন্তর জুড়ে শুধু তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়ে আছো সখা। আমরা চিরকাল তোমাকে হৃদয়েই অধিষ্ঠিত করে রাখবো। শুধু তুমি দেখা দাও, নাথ, তুমি দেখা দাও। গোপীরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হল। এবার ভগবানের আসন টলল। কৃষ্ণ গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। কি অপূর্ব রূপ তাঁর। রূপ থেকে যিনি গোপীদের অরূপে নিয়ে গেলেন, সেই নবদূর্বাদল শ্যামের গলায় বৈজয়ন্তী ফুলের মালা, পরনে পীতবাস। মুখে মধুর হাসি। কানহাইয়াকে দেখে গোপীদের চোখের পলক পড়ে না। তারা নবজীবন লাভ করল। কাম জয় করে হল নিষ্কাম। নেতি নেতি নেতি নেতি ইতি। রাস লীলার মধ্য দিয়ে এভাবে পেল তারা অরূপ রতন। রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন খুঁজে পাওয়া। ভগবান কারো একার নন। তিনি সকলের। তাই এক কৃষ্ণ বহু হলেন। রাস লীলা করলেন গোপীদের সঙ্গে। ভক্তিবাদীরা আর বৈষ্ণব মতাদর্শের মানুষেরা রাধাকৃষ্ণকে ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিজেদের ঘরের আসনে রক্তমাংসের মানুষের মতন প্রেমের-প্রতীক হিসাবে স্থান দিয়েছে।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সবার থেকে নিজেকে আলাদা করায় কৃতিত্ব নেই, বাহাদুরিও নেই। তাতে নিঃসঙ্গতা বাড়ে, মনের কষ্ট তীব্র হয়। চরিত্র ও কর্মেই লোকের স্বতন্ত্রতা।

কৌট-জ্ঞানকৌট



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, যাঁর দক্ষতা আছে তাঁর জীবিকা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ভারত আক্রমণকারীরা দেশের ঐতিহ্যবাহী পরিকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল কেবল করণিক (ক্লার্ক) তৈরি করা। তবে সময় বদলাচ্ছে। ভারত বিশ্বের দক্ষতা রাজধানী (স্কিল ক্যাপিটাল) হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিশ্ব বাংলার লোগোর বদলে বজরংবলী!

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে নতুন রূপ পেতে চলেছে দুর্গাপুরের প্রবেশপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর শহরের প্রবেশপথের পরিচিত দৃশ্যপটে এবার আসতে চলেছে বড়সড় পরিবর্তন। ডিএমসি মোড়ে বিশ্ব বাংলার লোগো সরিয়ে এবার সেখানে স্থাপন করা হচ্ছে বজরংবলীর বিশাল মূর্তি। আগামী ২৭ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই মূর্তির উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। একসময় দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশের মুখে ডিএমসি মোড়ে শোভা পেত বিশ্ব বাংলার লোগো। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই লোগো সরিয়ে ফেলা হয়। এবার সেই জায়গাতেই স্থায়ীভাবে বসতে চলেছে বজরংবলীর মূর্তি। মূর্তি স্থাপনের স্থান পরিদর্শন করেন



দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘরুই। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি।

এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, 'এত বড় বজরংবলীর মূর্তি দুর্গাপুরেই বসছে। যেখান থেকেই মানুষ আসুন না কেন, দুর্গাপুরে প্রবেশের সময় হনুমানের মূর্তি দর্শন করেই শহরে প্রবেশ করবেন। দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এই মূর্তি বসানো হয়েছিল। এবার স্থায়ীভাবে বসানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মূর্তির উদ্বোধন করবেন। প্রতিদিন এই মূর্তির পুজো করা হবে। পাশাপাশি এই মূর্তিকে ঘিরে দুর্গাপুরের প্রবেশপথের রূপও বদলে যাবে।'

বিশ্ব বাংলার লোগোর পরিবর্তে বজরংবলীর মূর্তি স্থাপনের এই উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। আগামী ২৭ নভেম্বর উদ্বোধনের পর ডিএমসি মোড় দুর্গাপুরের প্রবেশপথে নতুন পরিচিতি পেতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুর্গাপুর পুরনিগমের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত ও আধুনিক করতে বড় উদ্যোগ নিল দুর্গাপুর নগর নিগম। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একগুচ্ছ নতুন গাড়ি যুক্ত হলো নগর নিগমের পরিষেবায়। রবিবার দুর্গাপুর নগর নিগমে নতুন গাড়িগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৫৬ টাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত



ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পন্নমবালম, দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আব্দুল কালাম আজাদ ইসলাম-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

নতুন এই গাড়িগুলি চালু হলে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বর্জ্য সংগ্রহ এবং তা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার কাজে আরও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে শুকনো ও ভেজা বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং বর্জ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর দুর্গাপুরবাসীর।

চার দশকের প্রথা অব্যাহত

ট্রেন থামিয়ে রেললাইন পেরোল চন্দননগরের সুভাষপল্লির জগদ্ধাত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগরে রবিবার রেললাইন ধরে কাঁধে করে নিরঞ্জনের পথে নিয়ে যাওয়া হলো সুভাষপল্লি বারোয়ারি পুজো কমিটির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। প্রতিমা পারাপারের জন্য হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয় এবং ওভারহেড তারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। চন্দননগর স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পুজোগুলির বড় প্রতিমা পূর্ব দিকের গঙ্গায় বিসর্জনের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই এই বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। সুভাষপল্লির প্রতিমা আকারে বেশ উঁচু হওয়ায় স্টেশনের সাবওয়ে দিয়ে তা পার করা সম্ভব নয়। আবার, বিকল্প গলিপথটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় সেখানে প্রতিমায় ধাক্কা লাগার ঝুঁকি থাকে। ফলে গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাঁশের মাচায় দড়ি বেঁধে কাঁধে করে রেললাইন পার করে প্রতিমা লরিতে তোলা হয়।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেল পুলিশ, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও প্রশাসনের আধিকারিকরা পুরো প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেন এবং দুর্ঘটনা এড়াতে রেললাইন দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। এই বিরল দৃশ্য দেখতে এদিন চন্দননগর স্টেশনে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। প্রতিমা নিরাপদে রেললাইন পেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবছর দশমীর দিন চন্দননগরের বিখ্যাত বিসর্জন শোভাযাত্রা স্থগিত ছিল। আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় শনিবার দুপুর থেকে মণ্ডপে মণ্ডপে বরণ ও সিঁদুর খেলার পর প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়েছে এবং রবিবার সন্ধ্যায় মূল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করতে ময়দানে খানাকুলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগের মধ্যেই সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করতে জরুরি বৈঠকে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। একদিকে বিজেপি কর্মীর দাদার খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগও উঠেছে। দলের অন্দরে যাতে কোনওরকম বিভেদ, মতপার্থক্য কিংবা সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই এবার মাঠে নামলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনকে আরও মজবুত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেন বিধায়ক। খানাকুল বিধানসভার অন্তর্গত ২ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং কিশোরপুর ১ ও ২ নম্বর অঞ্চলের সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন বিধায়ক। মূলত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, দলের সাংগঠনিক অবস্থান, কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ দলের সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন। ব্যক্তিগত মতপার্থক্য কিংবা অভ্যন্তরীণ বিরোধকে দূরে সরিয়ে রেখে সংগঠনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানো, মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং দলীয় কর্মসূচি আরও পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার বিষয়েও আলোচনা হয়। শুধু সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নয়, আগামী দিনে খানাকুল বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম কীভাবে আরও বিস্তৃত করা যায়, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বুথ স্তর থেকে শুরু করে অঞ্চল ও মণ্ডল স্তর পর্যন্ত সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধানের পথ খোঁজা এবং দলের নির্ধারিত সাংগঠনিক পদ্ধতি মেনে কাজ করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। সবমিলিয়ে এখন দেখার, বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের এই উদ্যোগের পর খানাকুলের কিশোরপুর এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়। আপাতত জরুরি বৈঠকের মধ্য দিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের একজোট করে আগামী দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ।

দুর্গাপুরে জেলা কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের সংঘাত ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আইএনটিইউসি-র রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দল। সম্মেলনে কারা প্রবেশ করবেন, কাদের নিয়ে কর্মসূচি হবে, তা নিয়েই জেলা কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের মধ্যে শুরু হয় বচসা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দুই পক্ষের কর্মীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলির ঘটনা ঘটে। এমনকী, বচসা গড়ায় হাতাহাতি পর্যন্ত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েপড়ে। আইএনটিইউসি সূত্রে খবর, আইএনটিইউসি-র এই রাজ্য সম্মেলন মূলত শ্রমিক সংগঠনের কর্মী ও প্রতিনিধিদের নিয়েই আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু সম্মেলনস্থলে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হরজিৎ সিং এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য দেবেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেসের কর্মীরা প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।

ফর্ম জি

সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর

জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ

কর্মস্থল ২৬এ, পার্ক লেন, ৪র্থ ফ্লোর, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৬

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে]

নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণাদি	
১	প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড PAN - AAPCS0540M CIN - U18109WB2010PTC153584
২	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	২৬এ, পার্ক লেন, ৪র্থ ফ্লোর, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪	যে স্থানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিবরণ	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	উপলব্ধ নয়
৬	গত অর্থবর্ষে বিক্রীত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	উপলব্ধ নয়
৭	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	উপলব্ধ নয়
৮	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিস্তারিত তথ্য যে ইউআরএল-এ উপলব্ধ	এই ইমেলে অনুরোধ পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যাবে simaayaensembles.ibc@gmail.com পাওনাদারদের তালিকা এখানেও উপলব্ধ - https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা যে ইউআরএল-এ উপলব্ধ	এই ইমেলে অনুরোধ পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যাবে simaayaensembles.ibc@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০৮.১২.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৮.১২.২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩.১২.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	০২.০১.২০২৭
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের নিকট তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার অনুরোধ প্রকাশের তারিখ	০৭.০১.২০২৭
১৫	রেজোলিউশন পরিকল্পনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬.০২.২০২৭
১৬	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	simaayaensembles.ibc@gmail.com
১৭	[এমএসএমই হিসেবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধন অবস্থার বিবরণ।]	উপলব্ধ নয়

এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
রেজি. নং IBBI/IPE-0002/IPA1/2022-23/50001
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
সিমায়া এনসেম্বলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে
এএফএ বৈধতার মেয়াদ - ৩১-১২-২০২৬ পর্যন্ত
শ্রী অনিল আগরওয়ালের মাধ্যমে
মনোনীত অংশীদার, এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ বৈধতার মেয়াদ - ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ : ২৩.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

SBFC

এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট নং - ১০৩, প্রথম তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকলা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক আগামী ২২-১২-২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বন্ধকীকৃত স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম কার্য সম্পাদিত হইবে। নিলামযোগ্য উক্ত স্বর্ণালঙ্কারগুলি আমাদের সেই সকল গ্রাহকের ঋণ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা তাঁহাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নিলাম সংক্রান্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। নিম্নে শাখার নাম ও ঠিকানাসহ যে সকল গ্রাহকের মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত স্বর্ণালঙ্কার নিলাম করা হইবে, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল:

বারাসাত শাখা ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত, পোঃ + থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ডের নিকটে, বারাসাত - ৭০০১২৪ - AP00776882, AP00815677, AP00886324

দুর্গাপুর শাখা ঠিকানা : সুরেশ ম্যানশন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩ ২১৩ (কোহিনূর রেস্তোরাঁর বিপরীতে) - AP00606050, AP00663302, AP00834182, AP00889354, AP00889396, AP00889409

গড়িয়া শাখা ঠিকানা : নং ৩, বোড়াল মেইন রোড, প্রথম তল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ - AP00695805, AP00878095

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন: এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০ ১২ (কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামযোগ্য ঋণ হিসাবের সংখ্যা পরিবর্তন এবং/অথবা নিলাম স্থগিত বা বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড সংরক্ষণ করে।)

অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ("আইন")-এর ধারা ১৩(২) এবং এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ("বিধিমালা")-এর বিধি ৩-এর অধীনে।

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের অধীনে অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে বিস্তারিত ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে নিম্নে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) (সকলকে এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে "দায়বদ্ধ ব্যক্তিগণ" হিসাবে উল্লিখিত)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-কে নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

উক্ত নোটিশগুলির অনুলিপি রেজিস্টার্ড পোস্ট এ.ডি. দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ), যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন, তবে যেকোনো কর্মদিবসে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরিউক্ত বিষয়ে, এতদ্বারা পুনরায় উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট নোটিশ(গুলির) তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এএফএল-কে তাঁদের সংশ্লিষ্ট নামের পাশে নিম্নে উল্লিখিত অর্থ, তৎসহ উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ) কর্তৃক সম্পাদিত ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লিখিত দলিল (যদি থাকে)-এর সাথে পঠিত হয়ে কলাম (ঘ)-এ নিম্নে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে পরিশোধ এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত পরবর্তী সুদ সহ পরিশোধ করেন। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জামানত হিসেবে, উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ) কর্তৃক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি) যথাক্রমে এএফএল-এর নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকা)*	দাবি নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ
১	0456MMA00020553	ডানকুনি মেডিকেল এডুকেশনাল ট্রাস্ট লারসন্ এনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড শ্রী লাল্টু ঘোষ শ্রীমতী সুতপা ঘোষ শ্রী সাইমন ঘোষ ডানকুনি এডুকেশনাল ট্রাস্ট	৪,৬৮,৬৯,৮২৯/- টাকা (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ উনসত্তর হাজার আটশত উনত্রিশ টাকা) ১৩/১১/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১৩.১১.২০২৬	০৩.১১.২০২৬

তফসিল ক
সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা-গোবরা, জে.এল. নং ৯২, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৯৯৮, ১০২৩, ৯৯৯/১৬৩২, ৯৯৯, ৯৯২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৪৪, ৫০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৯২/৪, তৎপরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ৭৯১৭, ৭৪৬৪, ৬১৫৬, ১৫৪৬, ৬৫৮৮, ৫৯৭, ৫১৫, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৯১৭২, ৯১৪০, ৭২৪৭-এর অন্তর্ভুক্ত, ডানকুনি পুরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ৬, থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি, পিন কোড - ৭১২৩১১-এ অবস্থিত ৪২.৬৭ শতক পরিমাপের জমি (এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ৩৬ শতক জমির উপর নির্মিত একটি বি+জি+৩ তলা ভবন) তৎসহ তার উপর অবস্থিত মোট ২৮৯৩৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকার বি+জি+৩ তলা ভবন (বেসমেন্ট ১৮৩৫ বর্গফুট, গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭৭০০ বর্গফুট, ১ম ফ্লোর ৮৪০০ বর্গফুট, ২য় ফ্লোর ৭৫০০ বর্গফুট, ৩য় ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট), তৎসহ সাধারণ সেপটিক ট্যাঙ্ক, সিঁড়ি, জলের সংযোগ, সীমানা প্রাচীর, সুখাধিকার এবং আধা-সুখাধিকার ও উক্ত ভবনের বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ অন্যান্য সমস্ত ফিটিংস ও ফিক্সচার এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য ফাঁকা পথ ব্যবহারের অধিকার ও সাধারণ পথ ব্যবহারের অধিকার সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ :
উত্তরে : আর.এস. দাগ নং ১০০০, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১০২৩, এল.আর. দাগ নং ৯৯, মেডিস্কাই নার্সিং ইনস্টিটিউট;
দক্ষিণে : আর.এস. দাগ নং ৯৯১ এবং ৯৯২, শান্তি রুইদাসের সম্পত্তি, এল.আর. দাগ নং ৯৯৮(পি), এল.আর. দাগ নং ১০২৩ ও ১০০০ এবং আংশিকভাবে সাধারণ পথ;
পূর্বে : আর.এস. দাগ নং ৯৯৮, ৯৯৭, ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ;
পশ্চিমে : রাস্তা, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১২৩, এল.আর. দাগ নং ৯৯৮।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকা)*	দাবি নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ
২	0456MMA00001277	লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ শুভঙ্কর রায় মালা রায় দিলীপ কুমার রায়	১,১৬,৫৬,০০৪/- টাকা (মাত্র এক কোটি ষোল লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চার টাকা) ১৩/১১/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১৩.১১.২০২৬	০৩.১১.২০২৬

তফসিল ক
সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ

কলকাতা পুরনিগমের সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১৩২-এর অধীনে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১এ, অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ নামে পরিচিত ও চিহ্নিত, মৌজা বেহালা এবং থানা বেহালা-তে খতিয়ান নং ৬২৪১-এর অধীনে দাগ নং ১৩৩০০-এর অংশবিশেষ হিসেবে গঠিত উপরিস্থিত কাঠামো সহ প্রায় ৩ কাঠা পরিমাপের সমগ্র জমি এবং উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ :
দক্ষিণে - দাগ নং ১৩৩০১-এর জমি
পূর্বে - অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড
পশ্চিমে - নর্দমা
উত্তরে - অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড

*উপরে উল্লিখিত তারিখের সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশে বিশেষভাবে উল্লিখিত হারে পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ এবং পরিশোধ ও/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যদি উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ) উপরিউক্ত অনুযায়ী এএফএল-কে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে এএফএল উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর সম্পূর্ণ খরচ ও পরিণতির ঝুঁকিতে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী উপরিউক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি)/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
উক্ত আইনের অধীনে এএফএল-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে উপরিউক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি)/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) হস্তান্তর করা থেকে উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেকোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধান লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘনে প্ররোচনা দেন, তবে তিনি আইনের বিধান অনুযায়ী কারাদণ্ড এবং/অথবা অর্থদণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন।

তারিখ : ২৩.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিন্যান্স | অ্যাক্সিস হাউস | ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার | পি.বি. মার্গ | ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫ (মোবাইল) +৯১ ৮৪৪৪৮৯৯০০ এবং শাখা কার্যালয় - চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
ই-মেল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in

**সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩

প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিন দিন পিছিয়ে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ফরাসডাঙা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে চলা টানা বৃষ্টির ভ্রুকুটি কাটিয়ে অবশেষে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর বিশ্বখ্যাত বিসর্জন শোভাযাত্রা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দীর্ঘ ২৮ বছর পর নির্ধারিত দশমীর (১৯ নভেম্বর) পরিবর্তে তিন দিন পিছিয়ে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে মূল আলোকসজ্জার শোভাযাত্রা শুরু হয়ে তা সোমবার ভোর পর্যন্ত শহরের প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ জুড়ে প্রদক্ষিণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে থাকা ১৮০টি পুজোর মধ্যে এবার ৬৮টি বারোয়ারি



এই শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছে এবং সুসজ্জিত প্রতিমা ও চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী আলোর থিম নিয়ে মোট ২৪৫টি লরি রাজপথে নামে। অন্যদিকে, রীতি মেনে বৃহস্পতিবারই অধিকাংশ মণ্ডপে ঘট বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছিল এবং শনিবার আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় শোভাযাত্রার বাইরে থাকা বারোয়ারি ও বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে ৪৪টি প্রতিমা দিনের বেলাতেই চন্দননগরের রানিঘাট ও ভদ্রেশ্বরের বিভিন্ন ঘাটে নিরঞ্জন করা হয়েছে। বিসর্জন তিন দিন পিছিয়ে যাওয়ায় পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। অতিরিক্ত তিন দিন মণ্ডপে প্রতিমা রাখা, লরির ভাড়া, জেনারেটর, আলোকসজ্জা, সিসিটিভি এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়তি পারিশ্রমিক মেটাতে গিয়ে চন্দননগরের বারোয়ারিগুলির মোট খরচ প্রায় দেড় থেকে দু'কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে। ভিনরাজ্য থেকে আসা ব্যান্ড পার্টির থাকা-খাওয়ার খরচ সামলাতেও হিমশিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এদিকে, শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরে ৬ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী এবং ৩ হাজার রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকার পাশাপাশি সিসিটিভি নজরদারি এবং জলপথ, রেল ও সড়কপথে বিশেষ টহলদারি চলে। সমস্ত প্রতিকূলতা ও বাড়তি খরচের চাপ কাটিয়ে সন্ধ্যা থেকে আলোর রোশনাইয়ে ভাসে ফরাসডাঙা, আর শেষ মুহূর্তের উন্মাদনায় মেতে উঠেছেন চন্দননগরবাসী ও দর্শনার্থীরা।

'হাসিনার দেশে ফেরা উচিত', মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: 'পেট্রাপোল বর্ডার দিয়ে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরবে, সেদিন আর বেশি দূরে নেই।' এমনই মন্তব্য বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রীর। উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোলে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জেলবন্দী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর মুক্তি এবং হিন্দুদের উপরে অত্যাচার বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ সভা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া এবং বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। সভা মঞ্চ থেকে দু'জনেই চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর মুক্তির দাবি করেন। পাশাপাশি হিন্দুদের উপরে অত্যাচার বন্ধের দাবি জানান তারেক রহমানের সরকারের কাছে। হিন্দু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বাংলাদেশের চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদে পেট্রাপোলে প্রতিবাদ সমাবেশ মধ্যেই পেট্রাপোল সীমান্তের ডঙ্কা, কাশি, নিশান নিয়ে প্রতিবাদ করেন মতুয়ারা।

তবে সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ গেটের আগেই আটকে দেয় মতুয়াদের। প্রতিবাদীদের দাবি, অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই ও বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, না হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলন হবে। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাসিনাকে অন্যায়ভাবে দেশছাড়া করা হয়েছিল। তার দেশে ফেরা উচিত।' অন্যদিকে, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'বিদেশি টাকায় হাসিনা সরকারকে অবৈধভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অগণতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠন হয়েছে। হাসিনা পেট্রাপোল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন সেই দিন আর বেশি দূরে নেই।'

আইনের প্রতি আস্থা পাথর ব্যবসায়িক টুলু মণ্ডলের



নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: আইনের প্রতি ভরসা রয়েছে। ভারতের সংবিধানকে সম্মান করেন। তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করছেন এবং আগামী দিনেও করবেন। শনিবার সিউড়ি থানায় জাল ডিসিআর-কাণ্ডে তদন্তকারী আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল।

শনিবার দুপুর ঠিক একটা নাগাদ বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ে সিউড়ি থানায় পৌঁছন তিনি। যদিও দুপুর ১২টার মধ্যে তাঁকে থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তবে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর থানায় আসেন টুলু মণ্ডল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দেশে ফেরার পর শুক্রবারই কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডি আধিকারিকদের জেরার মুখে পড়েছিলেন তিনি। একই দিনে সিউড়ি ও পাঁচামিতে তাঁর পেট্রোল পাম্প এবং ক্রাশার অফিসে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার মূল মামলার তদন্তে তাঁকে সিউড়ি থানায় ডেকে পাঠানো হয়। পাথর বলয়ে জাল ডিআরসি চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, এই চক্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা জানতেই এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পাশাপাশি, তাঁর আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ সোনা এবং কোটি কোটি টাকার উৎস সম্পর্কেও তাঁকে প্রশ্ন করা হতে পারে বলে তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে টুলু মণ্ডল বলেন, 'আইনের প্রতি আমার ভরসা আছে। ভারতের সংবিধানকে সম্মান করি। শুক্রবার সিআইডি অফিসেও গিয়েছিলাম। যত রকম সহযোগিতা করার, করেছি। এখানে আইও ডিএসপি ডিএনটি সাহেব ডেকেছিলেন। তাঁদেরও যতদূর পেরেছি সহযোগিতা করেছি। পরবর্তীকালে যদি তাঁরা ডাকেন, আমি আবার এসে সহযোগিতা করব।' জাল ডিআরসি-কাণ্ডে কারা কারা যুক্ত রয়েছেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'তা তদন্তসাপেক্ষ। কোর্ট জানিয়ে দেবে।' অন্যদিকে, তদন্তকারী আধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের সময় টুলু মণ্ডল তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন কি না, জানতে চাওয়া হলে তদন্তকারীরা জানান, 'এটা তদন্তের বিষয়। তাই এই মুহূর্তে কিছু জানানো সম্ভব নয়।' টুলু মণ্ডলের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানান, এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা পরবর্তীকালে জানানো হবে। জাল ডিআরসি কাণ্ডে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই পাথর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি ও আর্থিক লেনদেনের বিষয় সামনে আসছে। ফলে তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এখন নজর রয়েছে জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

উত্তরবঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল



নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের চা শিল্পের সমস্যা, ক্ষুদ্র চা চাষি এবং চা শ্রমিকদের বিষয় নিয়ে প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। কার্শিয়াংয়ে তিস্তা ফেস্টিভ্যাল-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, দেশ ও বিদেশের বিনিয়োগকারীরা পশ্চিমবঙ্গে আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গে শিল্পের প্রসার ঘটবে বলে তিনি আশাবাদী। এবং অতীতে আটকে থাকা বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্প দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সলিল সমারোহ সমাপ্তি অনুষ্ঠান



নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি দু-বছরব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রবিবার বীরভূম জেলার 'সলিল সমারহ সমাপ্তি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতির দপ্তরের সিউড়ি সিধু কানহু মঞ্চে এই উপলক্ষে সিউড়ি মৌমাছি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে অসম্ভবের পথেই হেঁটে 'আমাদের আনন্দ' শীর্ষক এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় শহরের বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে পা মেলান বিশিষ্ট সুরকার গীতিকার সংগীত শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট, শান্তব্রত নন্দন। এরপর রবিবার সন্ধ্যায় শরীর শীত কোন মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সলিল চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহরের প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক দল সমবেতভাবে সান্ধ্যকালীন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ সেন বরাট, মন্দিরা ভট্টাচার্য, কঙ্কন ভট্টাচার্য, অভিজিৎ ঘোষ-সহ সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক দলগুলি।

ভিডিও কল করে বন্দুক দেখিয়ে লক্ষাধিক তোলা আদায়ের ফাঁদ

আতঙ্কে মালদার ব্যবসায়ীক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকায় বাড়ি তৈরি করতে গেলে দিতে হবে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা। নতুন দোকান ও ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রেই টাকার পরিমাণটা আরও বেশি। শুধু তাই নয়, প্রতি পরিবার পিছু বসবাস করতে গেলেও লক্ষাধিক টাকা গুণতে হবে সেই সব বাড়ির সদস্যদের। পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ার মোড় এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী আকাশ মণ্ডলের বিরুদ্ধেই এরকমই অভিযোগ তুলেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, আকাশের তাণ্ডবের ভয়ে অনেক বাড়ির পুরুষেরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছেন। এমনকি সন্ধ্যার পর মহিলারা বাড়ি থেকে বের হন না। ব্যবসায়ীরাও রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার সাহস পান না। মাঝেমধ্যেই এলাকার ব্যবসায়ী থেকে একাংশ সাধারণ মানুষদের মোবাইলে ভিডিও কল করে পিস্তল দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই আকাশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। শনিবার পুরাতন মালদা থানা সাহাপুর এলাকার জনৈক ব্যবসায়ীর পরিবারকেও মোবাইলে ভিডিও কল করে বন্দুক দেখিয়েই রীতিমতো ৩০ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই আকাশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। আর তারপরেই ওই ব্যবসায়ী কমল ঘোষ পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি জানানো হয়েছে মালদার হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মুকেও। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরেও এলাকার কুখ্যাত ওই দুষ্কৃতী প্রকাশ্যেই ভিডিও কল করে সাধারণ মানুষদের



হুমকি দিচ্ছে। তাতেই সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন স্থানীয় অধিকাংশ বাসিন্দারা।

এই ঘটনার কথা জানতে পেরে বেজায় চটেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মালদার হবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শেখ শাহজাহানের মতোন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে জেলে পুড়ে দিয়েছে। পুরাতন মালদা গ্রামবাসীদের ওপর এরকম অত্যাচার ও তোলা আদায় কোনরকম ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপার এবং উত্তরবঙ্গের আইজিকেও জানানো হয়েছে।' পুরাতন মালদা থানার আইসিকে উদ্দেশ্য করে কড়া বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কার কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে, কারা এই তোলাবাজির পিছনে মদত দিচ্ছেন, তা খুঁজে বের করতে হবে।' পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'আকাশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। তবে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত আকাশ পলাতক। ওই অভিযুক্তকে ধরতে সব রকমভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে।' মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, 'ব্যবসায়ীদের ভিডিও কল করে বন্দুক দেখিয়ে তোলা আদায়ের হুমকির বিষয়টি সত্যি আতঙ্কের। অভিযুক্তকে যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয় সেই দাবিও পুলিশকে জানানো হবে।'

পুরাতন মালদা থানার ছাতিয়ান মোড় এলাকায় বাড়ি আকাশ মন্ডলের কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে সে।

সগরভাঙ্গায় তৈরি হবে স্টেডিয়াম: লক্ষ্মণ ঘোড়ুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের গ্রামগঞ্জে খেলাধুলার মান ও পরিকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে। দুর্গাপুরের সগরভাঙ্গায় তৈরি হচ্ছে স্টেডিয়াম। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। রবিবার কাঁকসার শোকনা গ্রামে একদিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা করতে এসে এমনই দাবি করলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই।

রবিবার শোকনা গ্রামে ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফিতে কেটে এবং ফুটবলে শট মেরে গোল করে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, শোকনা গ্রামে মূলত কৃষিজীবী পরিবারের মানুষের বসবাস। গ্রামের যুবকদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ দেখেই তিনি এখানে ছুটে এসেছেন। নিজেও একজন ফুটবলপ্রেমী হওয়ায় খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে তিনি ভালোবাসেন। বিধায়কের দাবি, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। আগের সরকার সবকিছু শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যজুড়ে খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় স্টেডিয়াম তৈরির জন্য সরকারের তরফে জমি ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্গাপুরের সগরভাঙ্গায় স্টেডিয়াম তৈরির কাজও হচ্ছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি অলিম্পিকের আসর ভারতে আয়োজনের বিষয়টিকেও গর্বের বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক। তাঁর আশা, আগামী দিনে রাজ্যে খেলাধুলার মান আরও উন্নত হবে। অন্যদিকে, শোকনা ইউনাইটেড ক্লাবের সভাপতি রাজু আঁকুরে জানান, প্রয়াত শিক্ষক মধুসূদন লাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁদের এই একদিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রতিযোগিতায় কাঁকসা-সহ বিভিন্ন এলাকার মোট আটটি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছে।

খানাকুল থানায় পুলিশ হেপাজতে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন আত্মহত্যা করার চেষ্টা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে খানাকুলের কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলে খুন কান্ডে মনসা রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোর্টে তোলার পর আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। রবিবার বেলার দিকে এই আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মনসা রানা মানসিক ভাবেই স্ট্রমাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি খুন-কাণ্ডে প্রধান আসামী ছিলেন বলে। জানা গেছে, অভিযুক্ত মনসা রানা ও কিশোরপুরের মৃতের পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এ থেকে হয়তো মানসিক ভাবে মনসা ট্রমাগ্রস্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। রবিবার পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন জানলার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু থানার মধ্যে থাকা ডিউটি অফিসার ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসে। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আসামী মনসা রানা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই বিষয়ে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কুনওয়ার ভূষন সিং বলেন, 'আসামী অবসাদে ভুগছিলেন। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বর্তমানে বিপদ মুক্ত। আমরা বিষয়টার উপর নজর রাখছি।' এই ঘটনায় পুলিশি হেপাজতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিভাবে ডিউটি অফিসারের নজর এড়িয়ে এই ঘটনা ঘটলো। স্থানীয় মানুষ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন।

সাইবার প্রতারণায় ধৃত সিপিএম নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: সাইবার প্রতারণার ঘটনায় যোগসাজসের অভিযোগে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল এক সিপিএম নেতা। ধৃত সিপিএম নেতার নাম আলোক মিদ্যা। ধৃতকে রবিবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়পুর থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের টানাদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আলোক মিদ্যা একসময় বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের প্রভাবশালী সিপিএম নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত হন। অভিযোগ ওই সিপিএম নেতা নিজের নামে একটি সংস্থা খুলে সেই সংস্থার নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন। সম্প্রতি একাধিক সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারেন আলোক মিদ্যা নামের ওই সিপিএম নেতার বিজনেস অ্যাকাউন্টে দেশের কমবেশি ২৫৩টি সাইবার প্রতারণার অর্থের লেনদেন হয়েছে। এরপর গতকাল রাতে পুলিশ টানাদিঘি গ্রামে আলোক মিদ্যার বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, চেক বুক, ডেবিট কার্ড ও সংস্থার চুক্তিপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে তাঁকে ৭ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় জয়পুর থানার পুলিশ। আলোক মিদ্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের অন্যান্যদের ব্যপারে আরো বিশদে জানার চেষ্টা চালাবে পুলিশ।

দায়িত্ব বেড়েছে, দূরত্ব বাড়েনি!

নিয়মিত গ্রামবাসীদের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দায়িত্ব বেড়েছে, তবুও বদলায়নি মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা। প্রতিদিন গ্রামেই বসছে হেমন্ত বাগের বিধায়ক সেবা কেন্দ্র। বিধায়ক হয়েছেন, বেড়েছে রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কাজের পরিধি। কিন্তু বদলায়নি সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। নির্বাচনের আগে যেমন গ্রামের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে ছিলেন, বিধায়ক হওয়ার পরেও সেই ধারাই বজায় রেখেছেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। প্রতিদিন নিজের গ্রামে বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে বসে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা থেকে শুরু করে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি। আর বিধায়কের এই উদ্যোগকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে আশার পরিবেশ। প্রসঙ্গত, রাজনীতির মূল স্রোতে আসার আগে থেকেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল হেমন্ত বাগের। একজন সাধারণ বিজেপি কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করার পর থেকেই এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। গ্রামের কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হলে কিংবা কোনও পরিবার বিপদের মুখে পড়লে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'আমি আগে একজন সাধারণ বিজেপি কর্মী হিসেবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি। তখনও মানুষের সমস্যা দেখেছি, এখনও দেখছি। বিধায়ক হয়েছি বলে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাব, এমনটা কখনও হতে পারে না। মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি, তাই মানুষের কাছে আমার দায়বদ্ধতা অনেক বেশি।



পরেও সেই ধারাই বজায় রেখেছেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। প্রতিদিন নিজের গ্রামে বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে বসে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা থেকে শুরু করে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি। আর বিধায়কের এই উদ্যোগকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে আশার পরিবেশ। প্রসঙ্গত, রাজনীতির মূল স্রোতে আসার আগে থেকেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল হেমন্ত বাগের। একজন সাধারণ বিজেপি কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করার পর থেকেই এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। গ্রামের কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হলে কিংবা কোনও পরিবার বিপদের মুখে পড়লে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে সরাসরি আমার কাছে আসতে পারেন, সেই কারণেই বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে নিয়মিত বসার চেষ্টা করি। মানুষের সমস্যার কথা শুনে যতটা সম্ভব দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য।' অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, হেমন্ত বাগ বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই আমাদের গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কারও কোনও সমস্যা হলে তাঁকে জানালে তিনি পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। তবে এখন দেখার সেবা কেন্দ্রে আসা মানুষের সমস্যাগুলির কতটা দ্রুত বাস্তবে সমাধান হয়, এখন সেদিকেই নজর এলাকার বাসিন্দাদের।

বাঁকুড়ায় আন্তঃরাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় অসমের জয়জয়কার



প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া প্রীতি সংস্থার উদ্যোগে এবং জেনিথ ওমেন্স এম্পায়ারমেন্ট ফোরামের যৌথ সহযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, আমন্ত্রণমূলক যোগাসন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাড়াও আন্তঃজেলা অসম রাজ্যের শিলচর থেকেও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্থান অর্জন করে নিয়েছে প্রতিযোগীরা। বাঁকুড়া প্রীতি নামক সংস্থার উদ্যোগে যোগাসন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মান জানাতে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার বাঁকুড়া অঙ্গ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সদর ট্রাফিকের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সংস্থার উদ্যোগে অনলাইনের মাধ্যমে যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতায় আড়াই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অনলাইনে আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে আড়াই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১২৬ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয

স্বনির্ভর হয়ে উঠুক অরুণাচল প্রদেশ: শাহ



ইটানগর, ২২ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারতে'র স্বপ্ন পূরণ করতে হলে উন্নয়ন কেবল কাগজের পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে, রবিবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে আয়োজিত 'সহকারিতা সমারোহে' বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রকৃত উন্নয়নের সংজ্ঞা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারব, কেবল তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারতে'র দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করতে পারব। উন্নয়ন কেবল কাগজের অঙ্ক এবং পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হওয়া উচিত নয়। দেশের নাগরিকদের মুখে তা দৃশ্যমান হওয়া উচিত। সেখানে আনন্দ, সুস্থ শরীর, শিক্ষিত ও জ্ঞানী মন এবং আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসারের ইচ্ছা থাকা উচিত। তবেই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে পারে।'

সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশকে স্বনির্ভর করে তোলার আহ্বান জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'আজ এই জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আমি একটি আবেদন জানাতে চাই। অরুণাচল প্রদেশ কি দুধ, ডিম, মাংস এবং মাছে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে না? এক লিটার দুধ বা কোনো দুগ্ধজাত পণ্যও যেন অরুণাচল প্রদেশের বাইরে থেকে আনতে না-হয়। ডিম, মাছ এবং মাংসও যেন রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি করতে না হয়। আমরা যদি এইটুকুও অর্জন করতে পারি, তবে আমি হিসাব করে দেখেছি যে আমরা অন্তত ৩২,০০০ মানুষকে, অর্থাৎ ৩২,০০০ পরিবারকে স্বনির্ভর করে তুলতে পারব। এই কাজগুলির জন্য খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। আর যদি মূলধনের প্রয়োজন হয়ও, তবে এখানে এনসিডিসি-র এমডি উপস্থিত আছেন, তিনি আপনাদের প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করবেন। নাবার্ডও সহায়তা প্রদান করবে, তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে সমবায়, মৎস্য সমবায় সমিতি এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়গুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে আত্মনির্ভরতাকে প্রাথমিক লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।'

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়ন এবং 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস' কর্মসূচির সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অধিকার রয়েছে গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের, বিশেষ করে দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে যাঁরা বাস করেন তাঁদের। আমরা চিন সীমান্ত সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের একটি গ্রাম থেকেই সমগ্র 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস' উদ্যোগটি শুরু করেছিলাম। গতকালই আমরা এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে ৪০টি গ্রামেই মানুষ ফিরে আসতে শুরু করেছেন এবং সেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল পরিযান বা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াই বন্ধ হয়নি, বরং মানুষ এই গ্রামগুলিতে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। বিদ্যুৎ, স্কুল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের চূড়াতেও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে।'

দুর্ঘটনায় একই পরিবারে মৃত ৯



কোটা (রাজস্থান), ২২ নভেম্বর: রাজস্থানের কোটায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় শিশু-সহ একই পরিবারের ৯ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অন্তত ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার মধ্যরাতে কোটা-উদয়পুর জাতীয় সড়কের শম্ভুপুরার কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে মোট ১৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একই পরিবারের সদস্য এবং খাতু শ্যাম মন্দির দর্শন সেরে মহারাষ্ট্রে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ যোশী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'শম্ভুপুরার কাছে মাঝরাতে ১৬ জন যাত্রী নিয়ে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা মারে। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক এক দুর্ঘটনা, যাতে ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা খাতু শ্যাম দর্শন করে মহারাষ্ট্রে ফিরছিলেন এবং সকলেই একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হল আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের দ্রুত সুস্থ করে তোলা। পাশাপাশি, যাঁরা এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের দেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে।'

তীর্থযাত্রীদের ওই দলের সঙ্গে থাকা এক সদস্য দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কথা জানিয়ে বলেন, 'আমরা খাটু শ্যাম থেকে ধারের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে আমাদের দু'টি গাড়ি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল এবং বাকি তিনটি গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দলেরই এক মহিলার কাছ থেকে ফোন পাই যে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, খবর পেয়েই আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসি।'

ভারত সফরে নেদারল্যান্ডসের বিদেশমন্ত্রী টম



নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: ভারত ও নেদারল্যান্ডসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে রবিবার নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছলেন নেদারল্যান্ডসের বিদেশমন্ত্রী টম বেরেন্ডসেন। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' এক বার্তায় তাঁর দিল্লিতে আগমনের কথা জানানো হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সফরে নেদারল্যান্ডসের বিদেশমন্ত্রী টম বেরেন্ডসেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে যৌথ ভাবে প্রথম বা উদ্বোধনী 'বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে' সভাপতিত্ব করবেন। এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মূল লক্ষ্য হলো ভারত-নেদারল্যান্ডস সফরে কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করা। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে দু' দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

দিল্লিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী, বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রবিবার বিকেলে রাজধানী দিল্লিতে এসে পৌঁছালেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। চলতি বছরের মার্চ মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর। নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সফররত নেপালের প্রধানমন্ত্রী রবিবার সন্ধ্যাতেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবেন। সফরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে নেপালের প্রধানমন্ত্রী



বালেন্দ্র শাহকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হবে। এরপর তিনি রাজঘাটে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

সোমবার দিনের পরবর্তী সময়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন। ভারত ও নেপালের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, শক্তি সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বৈঠকে আলোচিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ময়দান

জিতেশের ব্যাটে ঝড়, বাংলাকে থামাল বরোদা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে জয়ের ধারায় ছেদ পড়ল বাংলার। টানা তিন ম্যাচ জিতে ছন্দে ফিরেছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। কিন্তু বরোদার বিরুদ্ধে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা গেল না। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চার উইকেটে হারল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১৭২ রান তুলেছিল তারা। জবাবে ১৮.৩ ওভারেই ৬ উইকেটে হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বরোদা।

বাংলার হয়ে দুরন্ত ব্যাটিং করেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ৪৬ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। মারেন ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা। অভিষেক পোড়েল করেন ২৯ রান। শাকির হাবিব গান্ধীর অবদান ২৬। শেষ দিকে ঋষভ চৌধুরীর ১৬ বলে অপরাজিত ২২ রান বাংলাকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেয়। জবাবে বরোদার ইনিংসে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেন জিতেশ শর্মা। মাত্র ২৯ বলে ৫৪ রান করে ম্যাচের রং বদলে দেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কা। শশাঙ্ক রাওয়াতও ৩৫ বলে ৫১ রান করে বরোদার জয়ের ভিত গড়ে দেন। শিবালিক শর্মার ১৬ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংসও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলার হয়ে সায়ন ঘোষ চার ওভারে ৩৩ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন। মহম্মদ শামি ও মুকেশ কুমার পান একটি করে উইকেট।

কিউয়িদের ঘরের মাঠেই ভারতের রেকর্ড বিস্ফোরণ!

পন্থের ব্যাটে ছক্কার নতুন নজির



নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের মাটিতে নেমেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলল ভারত। রানের বন্যায় ভাসিয়ে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিলেন শুভমন গিলারা। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৭২০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছে ভারত। বিদেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ দলগত রান। শুধু তাই নয়, নিউজিল্যান্ডের মাটিতেও কোনও দলের সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসের নজির গড়েছে টিম ইন্ডিয়া।

এর আগে ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭১৫ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল ভারত। টেস্ট ক্রিকেটে এটি ভারতের পঞ্চম ৭০০-র বেশি রানের ইনিংস। এই কৃতিত্বে ভারতের উপরে রয়েছে একমাত্র শ্রীলঙ্কা। তাদের ঝুলিতে রয়েছে সাতটি এমন ইনিংস।

তবে ভারতের এই ইনিংসের সবচেয়ে বড় চমক শুধু ৭২০ রান নয়। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও দল এক ইনিংসে প্রথম সাতটি উইকেটের প্রতিটির জন্য ৫০ বা তার বেশি রানের জুটি গড়েছে। অর্থাৎ, প্রথম থেকে সপ্তম উইকেট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রান তুলেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। পাশাপাশি দলের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের প্রত্যেকের ব্যাট থেকে এসেছে অন্তত ৮০ রান। টেস্ট ক্রিকেটে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে মাত্র একবার। এই রেকর্ডের উৎসবের অন্যতম মুখ ঋষভ পন্থ। ১২৮ রানের দুরন্ত ইনিংসে ছক্কার পর ছক্কা হাঁকিয়ে টেস্টে তাঁর মোট ছক্কার সংখ্যা ১০৮-এ নিয়ে গিয়েছেন তিনি। এই তালিকায় তাঁর সামনে রয়েছেন শুধু বেন স্টোকস। নবম টেস্ট শতরান করে উইকেটরক্ষক ব্যাটারদের মধ্যে শতরানের সংখ্যায় তিন নম্বরে উঠে এসেছেন পন্থ। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া; চার দেশেই টেস্ট শতরান করার বিরল কৃতিত্বও অর্জন করেছেন তিনি। অন্যদিকে, ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে কার্যত দিশেহারা নিউজিল্যান্ডের বোলাররা। জ্যাকব ডাফি ৩৩ ওভার বল করে ২০১ রান দিয়েছেন, অথচ উইকেট পেয়েছেন মাত্র একটি। নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে এর চেয়ে বেশি রান দিয়েছেন মাত্র একজন বোলার। অধিনায়ক টম ল্যাথামের জন্যও দিনটি ছিল দুঃস্বপ্নের। দুই ইনিংসেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। দু'বারই প্রথম ওভারে তাঁকে ফিরিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। টেস্টের দুই ইনিংসের প্রথম ওভারেই উইকেট নেওয়া তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে নতুন নজির গড়েছেন বুমরা। ব্যাটে পন্থের ঝড় আর বলে বুমরাহর আগুনে ওয়েলিংটনে ভারতীয় আধিপত্য এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

ওয়েলিংটনে শেষ দিনে ভারতের চিন্তা নিষ্প্রাণ পিচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বিদেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে নিজেদের সর্বোচ্চ রান তুলে নিউজিল্যান্ডের ওপর তৈরি করেছে পাহাড়প্রমাণ চাপ। কিন্তু ৩৫২ রানের লিড নিয়েও এখনও জয় নিশ্চিত নয় শুভমন গিলদের। কারণ, ওয়েলিংটনের পিচে বল হাতে ভারতীয় বোলারদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১১৯ রান তুলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। শেষ দিনে কিউয়িদের বাকি আটটি উইকেট দ্রুত তুলে নেওয়াই এখন ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ভারত। এক জোড়া শতরান এবং চারটি অর্ধশতরানের সৌজন্যে ৯ উইকেটে ৭২০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেন অধিনায়ক শুভমন। দিনের শুরুতে ৫৫ রানে অপরাজিত থাকা ঋষভ পন্থ নিজের নবম টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন। ১৫৩ বলে ১২৮ রানের ইনিংসে ১০টি চার ও ছটি ছক্কা মারেন তিনি। টেস্টে ছক্কার সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ১০৮। এই তালিকায় তাঁর ওপরে রয়েছেন শুধু বেন স্টোকস।

পন্থের পাশাপাশি ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন ধ্রুব জুরেল। মাত্র ৭৯ বলে ৭৮ রান করে ভারতকে বড় রানের দিকে এগিয়ে দেন তিনি। নাইট ওয়াচম্যান অংশুল কম্বোজের ব্যাট থেকেও আসে ৩৮ রান। ওয়াশিংটন সুন্দর করেন ২৪। আকাশদীপের ঝোড়ো ১৩ রানও ভারতের ইনিংসকে আরও সমৃদ্ধ করে।

৭২০ রানের এই ইনিংস একাধিক রেকর্ড তৈরি করেছে। বিদেশের মাটিতে টেস্টে ভারতের সর্বোচ্চ রান এটি। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের তৃতীয় সর্বোচ্চ ইনিংসও। এর আগে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭৫৯ এবং ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৭২৬ রান করেছিল ভারত। পাশাপাশি প্রথম সাতটি উইকেটের প্রতিটির জন্য ৫০ বা তার বেশি রানের জুটি গড়ে নজির সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা।

তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডও হাল ছাড়তে নারাজ। শুরুতেই টম ল্যাথামকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন বুমরাহ। হেনরি নিকোলস ৩১ রান করে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বলে আউট হন। দিনের শেষে ডেভন কনওয়ে ৫৯ এবং রাচিন রবীন্দ্র ২৭ রানে অপরাজিত। নিউজিল্যান্ডের রান ২ উইকেটে ১১৯। এখনও ২৩৩ রানে পিছিয়ে তারা।

ভারত এগিয়ে থাকলেও চিন্তার কারণ ওয়েলিংটনের নিষ্প্রাণ পিচ। বোলাররা প্রত্যাশিত সুইং বা টার্ন পাচ্ছেন না। ফলে ব্যাটারদের ভুলের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে ভারতকে। শেষ দিনে বুমরাহদের বোলিং কতটা কার্যকর হয়, তার উপরই নির্ভর করছে ম্যাচের ভাগ্য।

ফেডারেশন সভাপতি পদে নতুন সমীকরণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) পরবর্তী সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, সভাপতি হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন অরবিন্দ মেনন। তিনি নিজেই এই পদে বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। বাইচুং ভুটিয়া-সহ একাধিক প্রাক্তন ফুটবলারের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তিনি। ফলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ফেডারেশনের পরবর্তী সভাপতি হওয়ার পথে মেননের সামনে বিশেষ কোনও বাধা নেই। কিন্তু শনিবার সকালে প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেলের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট গোটা সমীকরণটাই বদলে দিয়েছে। নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, শেষ পর্যন্ত ফেডারেশনের মসনদে বসবেন কে?

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন প্রফুল। সেখানে তাঁর সভাপতি থাকাকালীন সময়ের সঙ্গে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন গত চার বছরের তুলনা টেনে ধরেন তিনি। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি একাধিক বিষয় তুলে ধরেন প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি। তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ভারতীয় ফুটবলে কর্পোরেট সংস্থাগুলির আগ্রহ কমে যাওয়ার বিষয়টি। প্রফুলের দাবি, তাঁর সময়ে ফুটবলের সঙ্গে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাকে যুক্ত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল। ভারতীয় ফুটবলে পেশাদারিত্ব আনার লক্ষ্যেও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল।

ভারতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজনের পিছনে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন প্রফুল। ফিফাকে বোঝাতে হয়েছিল, এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা এবং সম্ভাবনা কতটা। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় ফুটবলের পরিচিতি বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থাকে এই খেলার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আমলেই প্রথম ভারতীয় হিসেবে ফিফা কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন প্রফুল। পাশাপাশি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সহ-সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই, নিজের সেই সময়ের কাজের কথা উল্লেখ করে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা টানতে চেয়েছেন প্রাক্তন সভাপতি।

তবে প্রফুলের পোস্টের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি রয়েছে একেবারে শেষে। সেখানে তিনি লিখেছেন, এখনই যেন কেউ কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে না-যান। সকলকে একজোট হয়ে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আর এই বক্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। ফুটবল মহলের একাংশের ধারণা, সরাসরি কারও নাম না-করলেও অরবিন্দ মেননের সভাপতি হওয়ার ইচ্ছাকে মাথায় রেখেই এই বার্তা দিয়েছেন প্রফুল। অর্থাৎ, মেননের নাম সামনে এলেও ফেডারেশনের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

যদিও প্রফুল নিজে এখনও পর্যন্ত সভাপতি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ্যে জানাননি। তবে তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট, ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে বলে তিনি মনে করছেন না। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে ভোটার তালিকায় থাকবেন প্রফুল। ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁর ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রফুল এবং মেননের মধ্যে সরাসরি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। বরং দু'জনকে একই শিবিরে রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে একজন এআইএফএফ সভাপতি হতে পারেন, অন্যজন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিফা এবং এএফসিতে ভারতীয় ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। যদিও এই সমীকরণ এখনও আলোচনার স্তরেই রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গোয়ায় বাগানের জয়যাত্রা অব্যাহত

আরব সাগরে ডুবল চার্চিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল একের পর এক ম্যাচে পয়েন্ট খুইয়ে চলেছে। আর মোহনবাগান? তাদের যেন থামার কোনও লক্ষণই নেই! প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে দাপট দেখানো, পরিকল্পিত ফুটবল এবং গোলের সুযোগ কাজে লাগানো; সবেতেই ক্রমশ ধার বাড়াচ্ছে সবুজ-মেরুন। রবিবার গোয়ার ফতোরদায় চার্চিল ব্রাদার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা পঞ্চম জয় তুলে নিল মেরিনার্সরা। আরব সাগরের তীরে ডুবল গোয়ার ক্লাবের প্রতিরোধ। প্রথম ম্যাচে হাইল্যান্ডার্সদের কাছে হারের পর চার ম্যাচে চার জয় নিয়ে এদিন নেমেছিল প্যানোসের ছাত্ররা। এদিন পঞ্চম জয় তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দিল, এ বার আইএসএলে তারা কতটা ভয়ংকর।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝাঁজ ছিল মোহনবাগানের খেলায়। তিন মিনিটেই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন দেজান দ্রাজিচ। কিন্তু তাঁর শট আটকে দেন চার্চিল গোলরক্ষক অনুজ কুমার। ২১ মিনিটে ছাংতের ক্রস থেকে লিস্টন কোলাসোর হেডও রুখে দেন তিনি। তবে ২৬ মিনিটে আর কোনও বাধাই কাজে আসেনি। মোহনবাগানের প্রথম গোল ছিল নিখুঁত দলগত পরিকল্পনার উদাহরণ। লিস্টন, শুভাশিস ও দ্রাজিচের পা ঘুরে বল পৌঁছয় বক্সে থাকা জেমি ম্যাকলারেনের কাছে। অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকারের বাড়ানো বলে পা ছুঁইয়ে সবুজ-মেরুন জার্সিতে প্রথম গোল করেন লালরিয়ানজুয়ালা ছাংতে। এগিয়ে যায় মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধে চার্চিল কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করে। ৪৮ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নামা ওয়েড লেকের জোরাল শট বাঁচিয়ে দেন বিশাল কাইথ। কিন্তু ৬১ মিনিটে ফের গোলের মুখ খোলে মোহনবাগান। দ্রুত প্রতি আক্রমণে উঠে ম্যাকলারেনের বাড়ানো বল থেকে গোল করেন পরিবর্ত অনিরুদ্ধ থাপা। ব্যবধান বেড়ে হয় ২-০। দু'টি গোলেই অবদান রাখলেন ম্যাকলারেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Belati Gram Panchayet.
Vill-Goltikuri, P.O-Metekona, Illambazar
NIT No 02/BGP/2026-27
Date-23.11.26
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.tenders.wb.gov.in and Belati Gram Panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Belati Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-II/NIT-33/2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-II, EM Sector, KMDA, Block-D, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Attending Maintenance of Fire Hydrant System for a period of 01 (One) year at Biomela Prangan, Saltlake., Rs.3,16,582/-, Rs.6,332/- (Initial), 01 year from the date of firm order, **Last date & time of online tender submission:** 02.12.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-766)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T20142(1)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/10/26-27 ই-টেন্ডার (৩য় কল) তারিখ : ১৯.১১.২০২৬
ই-টেন্ডার নোটিশ
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক একই প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, করিতকর্মা এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দূষণ এড়াতে পুরানো ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যমান পাইপগুলি (১৫০ মিমি ব্যাস এবং ১০০ মিমি ব্যাস সি.আই. পাইপ) নতুন পাইপ দ্বারা প্রতিস্থাপন সহ ১৬০ মিমি ব্যাস এবং ১১০ মিমি ব্যাস এইচডিপিই পাইপ, ২০০ মিমি ব্যাস এবং ২৫০ মিমি ব্যাস ডি.আই. পাইপ এবং ২৫০ মিমি ব্যাস এম.এস. পাইপ নতুনভাবে বসানো, ভালভ সরবরাহ এবং রাস্তা পুনরুদ্ধার সহ আনুষঙ্গিক কাজের মাধ্যমে জল সরবরাহের উন্নতির জন্য। বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিট্রিউএস বিভাগ, অফিস ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ- ১৫.১২.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
স্বাঃ/-
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
১১৮(৩)/২৬-২৭
২১.১১.২৬



আরোগ্য

সোমবার • ২৩ নভেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

প্যারাপ্লেজিয়া

মেরুদণ্ডের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী হয়? লক্ষণ, চিকিৎসা ও সুস্থতার পথ

বেবি চক্রবর্তী

মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল মেরুদণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড। মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে স্নায়বিক নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে অনুভূতির সংকেত মস্তিষ্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা স্নায়ুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ডে কোনো ধরনের আঘাত, সংক্রমণ, প্রদাহ, টিউমার কিংবা অন্য কোনো রোগের কারণে স্নায়বিক কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের নিচের অংশে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। এই অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় প্যারাপ্লেজিয়া।

প্যারাপ্লেজিয়া এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যেখানে সাধারণত কোমরের নিচের অংশ, বিশেষ করে দুই পা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অবশ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর হাঁটাচলার ক্ষমতা নষ্ট হয়। পাশাপাশি প্রস্রাব-পায়খানা নিয়ন্ত্রণ, যৌনক্ষমতা এবং শরীরের বিভিন্ন অনুভূতির ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। তবে প্যারাপ্লেজিয়া মানেই যে সব ক্ষেত্রে রোগী সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়বেন, তা নয়। রোগের কারণ, স্নায়ুর ক্ষতির মাত্রা এবং চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে অনেক রোগী যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন।

প্যারাপ্লেজিয়া কী?

প্যারাপ্লেজিয়া হল এমন একটি স্নায়বিক অবস্থা, যেখানে মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শরীরের নিম্নাংশের পেশির স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। সাধারণত দুই পা আক্রান্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোমরের নিচের অংশে অনুভূতিশক্তিও কমে যায় বা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়।

আমাদের মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন পেশিতে নির্দেশ পৌঁছায় মেরুদণ্ডের স্নায়ুর মাধ্যমে। এই স্নায়ুপথে কোনো বাধা বা ক্ষতি হলে মস্তিষ্কের নির্দেশ পায়ের পেশিতে সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। ফলে রোগী পা নাড়াতে, দাঁড়াতে কিংবা হাঁটতে অসুবিধা অনুভব করেন।

প্যারাপ্লেজিয়া সাধারণত স্পাইনাল কর্ডের বক্ষীয় (Thoracic), কোমরসংলগ্ন (Lumbar) অথবা স্যাক্রাল ((থত্নস্থচ্ছঅঞ্চলের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেখা দিতে পারে। ক্ষতির স্থান ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে রোগীর উপসর্গের তারতম্য হয়।

প্যারাপ্লেজিয়ার প্রধান কারণ

প্যারাপ্লেজিয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে। উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল

১. দুর্ঘটনাজনিত মেরুদণ্ডের আঘাত সড়ক দুর্ঘটনা, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, খেলাধুলার সময় আঘাত কিংবা ভারী বস্তু শরীরের ওপর পড়ার কারণে মেরুদণ্ডে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে স্পাইনাল কর্ডে আঘাত লাগলে প্যারাপ্লেজিয়া দেখা দিতে পারে।

২. স্পাইনাল কর্ডে টিউমারমেরুদণ্ডের ভেতরে বা আশপাশে টিউমার তৈরি হলে তা স্নায়ুরজ্জুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন এই চাপ বজায় থাকলে স্নায়ুর কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে পারে এবং দুই পায়ে দুর্বলতা বা পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে।

৩. সংক্রমণ: যক্ষ্মা বা টিবি (Tuberculosis), মেরুদণ্ডের সংক্রমণ এবং স্পাইনাল কর্ডের প্রদাহের কারণে স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে স্পাইনাল টিবি মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষতিগ্রস্ত করে স্নায়ুরজ্জুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. রক্ত সরবরাহে সমস্যা: স্পাইনাল কর্ডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে বা মারাত্মকভাবে কমে গেলে স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে হঠাৎ করে পায়ে দুর্বলতা বা পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে।

৫. স্নায়ুর প্রদাহ: Transverse Myelitis-এর মতো রোগে স্পাইনাল কর্ডে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এর ফলে পায়ে দুর্বলতা, অসাড়তা, ব্যথা এবং কখনো প্যারাপ্লেজিয়া হতে পারে।

৬. জন্মগত সমস্যা: কিছু শিশুর জন্মগতভাবে মেরুদণ্ডের গঠনে ত্রুটি থাকতে পারে। যেমন Spina Bifida। এই ধরনের সমস্যার কারণে পায়ের স্নায়বিক কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৭. স্নায়ুর ক্ষয়জনিত রোগ: কিছু স্নায়বিক রোগের কারণে ধীরে ধীরে পেশির শক্তি ও চলাচলের ক্ষমতা কমতে পারে। রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী প্যারাপ্লেজিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

প্যারাপ্লেজিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ

প্যারাপ্লেজিয়ার লক্ষণ রোগীর স্নায়ুর ক্ষতির স্থান এবং মাত্রার ওপর নির্ভর করে। সাধারণ লক্ষণগুলি হলো-

১. দুই পায়ে দুর্বলতা বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।
২. হাঁটতে, দাঁড়াতে বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা।
৩. কোমরের নিচের অংশে অসাড়তা বা অনুভূতিশক্তি কমে যাওয়া।
৪. পায়ে ঝিনঝিন করা, জ্বালাপোড়া বা অস্বাভাবিক অনুভূতি।
৫. প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা।
৬. পায়খানা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা।
৭. পায়ের পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া বা অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনি (Spasticity)।
৮. দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার কারণে পেশি শুকিয়ে যাওয়া।
৯. যৌনক্ষমতা বা যৌন অনুভূতিতে পরিবর্তন।
১০. শরীরের নির্দিষ্ট অংশে দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক ব্যথা।



প্যারাপ্লেজিয়া হল এমন একটি স্নায়বিক অবস্থা, যেখানে মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শরীরের নিম্নাংশের পেশির স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। সাধারণত দুই পা আক্রান্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোমরের নিচের অংশে অনুভূতিশক্তিও কমে যায় বা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন পেশিতে নির্দেশ পৌঁছায় মেরুদণ্ডের স্নায়ুর মাধ্যমে। এই স্নায়ুপথে কোনো বাধা বা ক্ষতি হলে মস্তিষ্কের নির্দেশ পায়ের পেশিতে সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। ফলে রোগী পা নাড়াতে, দাঁড়াতে কিংবা হাঁটতে অসুবিধা অনুভব করেন।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, হঠাৎ দুই পায়ে দুর্বলতা, হাঁটতে না পারা, কোমরে তীব্র ব্যথা কিংবা প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ন্ত্রণ হারানোর মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে। এগুলি মেরুদণ্ডের গুরুতর সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

প্যারাপ্লেজিয়া কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

প্যারাপ্লেজিয়া নির্ণয়ের জন্য একজন নিউরোলজিস্ট অথবা স্পাইন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। রোগীর শারীরিক অবস্থা, উপসর্গ এবং পূর্ববর্তী চিকিৎসার ইতিহাস পর্যালোচনা করে চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করেন।

১. শারীরিক ও স্নায়বিক পরীক্ষা রোগীর পায়ের পেশির শক্তি, অনুভূতিশক্তি, রিফ্লেক্স এবং চলাচলের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়।

২. MRI Scan মেরুদণ্ডের ভেতরের অবস্থা বোঝার জন্য MRI অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে স্পাইনাল কর্ডে চাপ, টিউমার, প্রদাহ, সংক্রমণ কিংবা আঘাতের চিহ্ন শনাক্ত করা যায়।

৩. CT Scan মেরুদণ্ডের হাড়ে ভাঙন, স্থানচ্যুতি বা অন্য কোনো গঠনগত সমস্যা নির্ণয়ে CT Scan সাহায্য করে।

৪. X-ray মেরুদণ্ডের হাড়ের অবস্থান এবং গঠনগত পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।

৫. রক্ত পরীক্ষা সংক্রমণ, প্রদাহ এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হতে পারে।

৬. অন্যান্য পরীক্ষা রোগীর উপসর্গ অনুযায়ী CSF পরীক্ষা, নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি বা ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি (EMG) প্রয়োজন হতে পারে।

প্যারাপ্লেজিয়ার চিকিৎসা

প্যারাপ্লেজিয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের মূল কারণ, স্নায়ুর ক্ষতির মাত্রা এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর। সব রোগীর চিকিৎসা একরকম হয় না।

১. ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রমণ থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক বা নির্দিষ্ট সংক্রমণবিরোধী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। প্রদাহজনিত সমস্যায় চিকিৎসক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদাহ কমানোর ওষুধ দিতে পারেন। স্নায়বিক ব্যথা, পেশির খিঁচুনি এবং অন্যান্য উপসর্গ নিয়ন্ত্রণেও ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

২. অস্ত্রোপচার মেরুদণ্ডে টিউমার, হাড়ের ভাঙন, গুরুতর স্নায়ুচাপ বা অন্য কোনো অপারেশনযোগ্য সমস্যা থাকলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্নায়ুর ওপর চাপ কমানো এবং মেরুদণ্ডের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

৩. ফিজিওথেরাপি প্যারাপ্লেজিয়ার চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে পেশির নমনীয়তা বজায় রাখা, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা এবং শরীরের কার্যক্ষমতা উন্নত করার চেষ্টা করা হয়।

৪. অকুপেশনাল থেরাপিদৈনন্দিন জীবনের কাজ, যেমন পোশাক পরা, খাওয়া, বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে ওঠা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে রোগীকে যতটা সম্ভব স্বনির্ভর করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

৫. সহায়ক যন্ত্রের ব্যবহার রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী হুইলচেয়ার, ওয়াকার, ক্রাচ, ব্রেস এবং অন্যান্য সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্যারাপ্লেজিয়া রোগীর পুনর্বাসন

প্যারাপ্লেজিয়ার ক্ষেত্রে শুধু ওষুধ বা অস্ত্রোপচারই যথেষ্ট নয়। দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে দীর্ঘ সময় ধরে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য পুনর্বাসনমূলক চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হয়।পুনর্বাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগীকে দৈনন্দিন জীবনে যতটা সম্ভব স্বাধীন করে তোলা। পুনর্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলো-

- নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও নির্দিষ্ট ব্যায়াম।
- পেশির শক্তি ও জয়েন্টের নমনীয়তা বজায় রাখা।
- সঠিকভাবে বসা, শোয়া এবং শরীরের অবস্থান পরিবর্তনের প্রশিক্ষণ।
- হুইলচেয়ার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- প্রস্রাব ও পায়খানা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা।
- ত্বকের যত্ন এবং বেডসোর প্রতিরোধ।
- মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনে ফিরে আসার জন্য কাউন্সেলিং।

প্যারাপ্লেজিয়ায় বেডসোর বা ক্ষত হওয়ার ঝুঁকি

প্যারাপ্লেজিয়া রোগীদের একটি বড় সমস্যা হলো বেডসোর (Bed Sore) বা চাপজনিত ক্ষত। দীর্ঘ সময় একই অবস্থায় বসে বা শুয়ে থাকলে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। বিশেষ করে কোমর, নিতম্ব, গোড়ালি এবং পিঠে ক্ষত তৈরি হতে পারে। এই সমস্যা প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়। হুইলচেয়ারে বসার সময় উপযুক্ত কুশন ব্যবহার করতে হয়। প্রতিদিন ত্বক পরীক্ষা করা এবং ত্বক পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা জরুরি। কোথাও লালচে দাগ, ফোসকা বা ক্ষত দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রস্রাব ও পায়খানার সমস্যা

প্যারাপ্লেজিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে মূত্রথলি ও অন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হতে পারে। একে Neurogenic Bladder এবং Neurogenic Bowel বলা হয়। কিছু রোগীর প্রস্রাব আটকে যায়, আবার কারও প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে মূত্রনালির সংক্রমণ এবং কিডনির জটিলতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্লাডার ম্যানেজমেন্ট, প্রয়োজনে ক্যাথেটার এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্রাবের অভ্যাস তৈরি করা হয়। একইভাবে খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ফাইবার, পানি এবং নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস অন্ত্রের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে।

প্যারাপ্লেজিয়া রোগীর খাদ্যাভ্যাস

প্যারাপ্লেজিয়া রোগীর জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘদিন চলাফেরার ক্ষমতা কমে গেলে পেশির শক্তি কমে যেতে পারে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত

- পর্যাপ্ত প্রোটিন, যেমন ডাল, মাছ, ডিম, দুধ ও অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার।
- শাকসবজি ও ফলমূল।
- পর্যাপ্ত ফাইবারযুক্ত খাবার।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পর্যাপ্ত পানি।
- ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার।

একই সঙ্গে অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। কারণ অতিরিক্ত ওজন রোগীর স্থানান্তর, হুইলচেয়ার ব্যবহার এবং দৈনন্দিন কাজকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনে প্রভাব

প্যারাপ্লেজিয়া শুধু শারীরিক সমস্যা নয়, এটি রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। হঠাৎ হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া কিংবা কর্মজীবন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে রোগীর মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, একাকিত্ব এবং বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে। এই সময় পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগীকে অবহেলা না করে তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে।পাশাপাশি কর্মসংস্থান, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা উচিত। উপযুক্ত পরিবেশ ও সহায়ক প্রযুক্তির সাহায্যে প্যারাপ্লেজিয়া নিয়েও অনেক মানুষ স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

প্যারাপ্লেজিয়া কি সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব?

এই প্রশ্নটি রোগী ও তাঁর পরিবারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যারাপ্লেজিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হবে কি না, তা নির্ভর করে স্নায়ুর ক্ষতির কারণ, অবস্থান এবং মাত্রার ওপর। যদি স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে সমস্যা হয় এবং সময়মতো সেই চাপ দূর করা যায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। প্রদাহ বা সংক্রমণজনিত কারণের চিকিৎসার পরও কিছু রোগীর স্নায়বিক কার্যক্ষমতা ফিরে আসতে পারে। তবে স্পাইনাল কর্ডের গুরুতর ও স্থায়ী ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা সবসময় সম্ভব হয় না। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী পক্ষাঘাত থেকে যেতে পারে। তবুও আধুনিক চিকিৎসা, উন্নত পুনর্বাসন পদ্ধতি, সহায়ক প্রযুক্তি এবং পরিবারের সহযোগিতার মাধ্যমে রোগীর জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত করা সম্ভব।

প্যারাপ্লেজিয়া প্রতিরোধে করণীয়

সব ধরনের প্যারাপ্লেজিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনাজনিত মেরুদণ্ডের আঘাত এবং কিছু জটিলতার ঝুঁকি কমানো যায়।

১. গাড়ি চালানোর সময় সিটবেল্ট ব্যবহার করা।
২. মোটরসাইকেল চালানোর সময় মানসম্মত হেলমেট পরা।
৩. উচ্চ স্থান থেকে লাফ দেওয়া বা ঝুঁকিপূর্ণভাবে সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকা।
৪. ভারী জিনিস তোলার সময় সঠিক শারীরিক কৌশল ব্যবহার করা।
৫. মেরুদণ্ডে আঘাত লাগলে নিজে থেকে রোগীকে টানাটানি বা নাড়াচাড়া না করা এবং জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৬. দীর্ঘদিনের কোমরব্যথা, পায়ের দুর্বলতা বা অসাড়তাকে অবহেলা না করা।
৭. সংক্রমণ বা স্নায়বিক সমস্যার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

প্যারাপ্লেজিয়া একটি জটিল স্নায়বিক সমস্যা। যা একজন মানুষের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে দুই পায়ের চলাচল ও অনুভূতিশক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হতে পারে। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, সময়মতো রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার, নিয়মিত ফিজিওথেরাপি এবং পরিকল্পিত পুনর্বাসনের মাধ্যমে অনেক রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্যারাপ্লেজিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনোই অসহায় বা সমাজের বোঝা হিসেবে দেখা উচিত নয়। যথাযথ চিকিৎসা, মানসিক সমর্থন, পরিবারের সহযোগিতা এবং উপযুক্ত সামাজিক পরিকাঠামো থাকলে তাঁরাও সম্মানজনক, স্বনির্ভর ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন। তাই প্যারাপ্লেজিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সিকে বিড়লা হাসপাতাল ও সিএমআরআই-এর যৌথ উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি ‘আরোগ্য চেতনা’-র সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি কে বিড়লা হসপিটালস-সিএমআরআই। ক্লাসিক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যৌথভাবে চালু হল ‘আরোগ্য চেতনা’ নামে একটি পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৭ নভেম্বর, ২০২৬, সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলের ক্রিস্টাল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সচেতনতা এবং সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়ে উৎসাহিত করার পাশাপাশি একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, মিনিস্টার অফ স্টেট (ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ) ফর ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, ডাঃ শঙ্কর ঘোষ, ডাঃ সোমব্রত রায়, মিঃ সৈকত রায়, সিএমআরআই-এর বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ এছাড়াও সি ই ফাউন্ডেশন টীম থেকে মিসেস পোলা কর বিশ্বাস এবং মিঃ অনির্বাণ বিশ্বাস ।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল ছোটবেলা থেকেই শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান, প্রাথমিক নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সুপরিকল্পিত সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পড়ুয়াদের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আরও সচেতন ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

‘আরোগ্য চেতনা’ কর্মসূচির মূল বিষয়গুলো

- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ সাধারণ জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং যথাযথ পদক্ষেপ সম্পর্কে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- গুড টাচ ও ব্যাড টাচ সম্পর্কে সচেতনতা শিশুদের ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে সচেতন করা, অনুপযুক্ত আচরণ চিহ্নিত করতে শেখানো এবং কখন ও কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে সে বিষয়ে অবহিত করা হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।
- নিরাপত্তা সচেতনতা অগ্নি নিরাপত্তা, ধারালো বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, অপরিচিত ব্যক্তিদের থেকে নিরাপদ থাকা এবং পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে পড়ুয়াদের শিক্ষিত করা হবে।

সিকে বিড়লা হাসপাতালের জোনাল হেড ডাঃ সোমব্রত রায় বলেন, ‘স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শুরু হওয়া অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কুলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ‘আরোগ্য চেতনা’-র মাধ্যমে আমরা হাসপাতালের গণ্ডি পেরিয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান কে স্কুল ও শিক্ষার্থী মহলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে সচেতনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবহারিক দক্ষতা শেখানো হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, ছোটবেলা থেকেই শিশুদের এই বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারবে এবং দায়িত্বশীল স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আমাদের এই সহযোগিতা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আর ও সহজলভ্য ও সর্বজনীন করে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এই প্রতিফলন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আরও বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার কাছে পৌঁছতে এবং একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রাখতে চাই।’



একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিকল্পিত ‘আরোগ্য চেতনা’-র লক্ষ্য হল স্কুলগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। পাশাপাশি, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই শিশুদের কাজে লাগবে এমন বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী স্কুল, পড়ুয়া এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই উদ্যোগ পরিচালিত হবে, যাতে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

‘আরোগ্য চেতনা’-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সিকে বিড়লা হাসপাতাল - সিএমআরআই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার ধারণা কে হাসপাতালের পরিসর থেকে